NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ হুমায়ুনের দেওয়া টাকা ফেরালেন তামান্নার মা

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে মিড ডে মিলে বন্ধ হল ধর্মীয় বিভেদ ৬

কলকাতা ২৬ জুন ২০২৫ ১১ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.06.2025, Vol.19, Issue No. 17, 8 Pages, Price 3.00

অবশেষে মহাকাশে শুক্ল-পক্ষ

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন: ৪১ বছর পর মহাকাশে ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। বুধবার দ্বিতীয় ভারতীয় নভশ্চর হিসেবে সেই ইতিহাসকে ছুঁলেন শুভাংশু শুক্ল। ১৯৮৪ সালে রাকেশ শর্মা প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারী হিসেবে অন্তরীক্ষে পাড়ি দিয়েছিলেন। রাকেশ শর্মার পর তিনিই দ্বিতীয় ভারতীয়, যিনি মহাকাশে পাড়ি দিলেন। তাঁর এই অভিযানে আপ্লুত মা-বাবা, শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। দীর্ঘ টালবাহানার পর শুভাংশু শুক্ল-সহ চার অভিযাত্রীকে নিয়ে মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দিল স্পেসএক্সের 'ড্রাগন'। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ!

ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ১২ টা বেজে ১ মিনিট। মহাকাশে ফের এক ইতিহাস গড়ল ভারত। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লর নেতৃত্বে স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন মহাকাশযান পাড়ি দিল মহাকাশে। ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটে করে মহাকাশের উদ্দেশে পাড়ি দেন শুভাংশু ও তাঁর টিম। এদিন কাউন্ট ডাউন শেষ হতেই দেখা যায় মহাকাশযানটি অগ্নি উদগীরণ করতে করতে উপরে উঠছে। সেই মুহূর্তে চারপাশ হাততালি ও হর্ষধ্বনিতে ভরে যায়।

স্পেসএক্স ক্রু ড্রাগন রওনা দিতেই চোখ ভেজে শুভাংশুর মা আশা শুক্লর। দুই হাত জোড় করে তিনি প্রার্থনা করছিলেন ছেলের জন্য, চোখের পলক পড়ছিল না একবারও। মহাকাশযান উড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। বড় পর্দায় ছেলেকে দেখে পাশেই তখন বসে গর্বের হাসি হাসেন শুভাংশুর বাবা শম্ভু দয়াল শুক্ল।

শুভাংশু শুক্লর মহাকাশ অভিযানের সফল উৎক্ষেপণ হতেই শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। তিনি লেখেন, 'ভারতীয় মহাকাশচারী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্ল প্রথম ভারতীয় হতে চলেছেন যিনি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে পাড়ি দিচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে ১৪০ কোটি ভারতীয়ের আশা, প্রত্যাশা ও শুভেচ্ছা রইল। শুভাংশু ও বাকি মহাকাশচারীদের সাফল্য কামনা করি।'

ফ্যালকন-৯ ড্রাগনকে অরবিটে পৌঁছে দেওয়ার পর প্রথম স্টেজটি ফিরে আসে নির্ভুল ল্যান্ডিংয়ে। দ্বিতীয় ধাপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাগন এগিয়ে যায়। এবার তার গন্তব্য- আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন।

শুভাংশুদের অভিযানের নাম 'অ্যাক্সিয়ম-৪'। প্রথমে নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে এই অভিযান হওয়ার কথা ছিল গত ২৯ মে। কিন্তু আবহাওয়া, প্রযুক্তিগত ত্রুটি-সহ নানা কারণে বার বারই অভিযান পিছিয়ে যায়। শেষমেশ মঙ্গলবার নাসা জানায়, বুধবার ওই অভিযান হতে চলেছে। সেইমতো শুরু হয়ে যায় প্রস্তুতি। শুরু হয় প্রহর গোনার পালা। অরল্যান্ডোর এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বুধবার সকালে উৎক্ষেপণের ঘণ্টাখানেক আগেও আচমকা প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দিয়েছিল মহাকাশযানে। জানা গিয়েছে, কোনও কারণে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য মহাকাশযানে আপলোড হচ্ছিল না। কিন্তু কিছু ক্ষণের চেষ্টায় সেই ত্রুটি সংশোধন করে নেন বিজ্ঞানীরা। তার পর নির্ধারিত সময়ে কেনেডি স্পেস সেন্টারের ৩৯এ লঞ্চ কমপ্লেক্সে মহাকাশযানে গিয়ে ওঠেন শুভাংশু-সহ চার নভশ্চর। ঠিক ১২টা ১ মিনিটে ফ্যালকন ৯-এর উৎক্ষেপণ হয়। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের উদ্দেশে পাড়ি দেয় 'ড্রাগন'।

নাসার এই অভিযানের জন্য

■ এরপর ২-এর পাতায়

নমস্কার, দেশবাসী! ৪১ বছর পর আমরা আবার মহাকাশে এলাম। অসাধারণ রাইড এটা। প্রতি সেকেন্ডে সাড়ে ৭ কিলোমিটার বেগে আমরা পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণ করছি। আমার কাঁধে লাগানো তিরঙ্গা বলছে, আমি সকল ভারতীয়ের সঙ্গে আছি। এটা শুধু আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে আমার যাত্রা নয়, এটা ভারতের মানব মহাকাশ অভিযানের সূচনা। আমি চাই আপনারা সকলে এই যাত্রার অংশ হন। আপনাদের বুকও গর্বে ফুলে উঠুক। একসঙ্গে আমরা ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির সূচনা করি। জয় হিন্দ, জয় ভারত।

- শুভাংশু শুক্ল

- ১৯৮৪ সালের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহাকাশে পাড়ি।
- আবহাওয়া ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি-সহ নানা কারণে পিছিয়ে ছিল মহাকাশ যাত্রা।
- এদিন দুপুর ১২ টা ১ মিনিটে যাত্রা শুরু করে স্পেসএক্সের 'ড্রাগন'।
- ফ্লোরিডায় নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে ফ্যালকন ৯ রকেটে যাত্রা শুরু।
- আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশনে ১৪ দিন থেকে চলবে ৬০ রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
- শুভাংশুর সঙ্গে এই দিন মহাকাশে যাত্রা করেন পোল্যান্ডের স্লাওস উজনানস্কি-উইসনিউস্কি, পেগি হুইটসন এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু।

জরুরি অবস্থার ৫০ বছরে কংগ্রেসকে নিশানা মোদীর

গণতন্ত্রের ইতিহাসে 'অন্ধকারতম অধ্যায়'

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারির ৫০ বছর পূর্ণ। ২৫ জুন, ১৯৭৫। দেশব্যাপী জারি হয়েছিল 'জরুরি অবস্থা'। গণতন্ত্রের ইতিহাসে যাকে 'দেশের ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়' বলে কংগ্রেসকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন এক্স হ্যান্ডলে তিনি একাধিক পোস্ট করেন। ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে জরুরি অবস্থা জারি একটি অন্ধকার অধ্যায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের ভাবনা যেভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছিল, কোনও ভারতীয় তা কোনওদিন ভুলবেন না। সংবিধানের আদর্শকে আরও শক্তিশালী করাই তাঁর সরকারের লক্ষ্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জরুরি অবস্থার ৫০তম বর্ষপূর্তিতে কংগ্রেসকে নিশানায় নিয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লেখেন, ''ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায়, বলপূর্বক জরুরি অবস্থা জারির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল আজ। দেশের জনতা এই দিনটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে। এই দিনে, ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত মূল্যবোধগুলিকে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। স্থগিত করা হয়েছিল মৌলিক অধিকার। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং বহু রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ছাত্র এবং সাধারণ নাগরিককে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকার এভাবে গণতন্ত্রকে 'গ্রেপ্তার' করেছিল!''

ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসের অন্যতম কালো অধ্যায়, বলপূর্বক জরুরি অবস্থা জারির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল আজ। দেশের জনতা এই দিনটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করে।

– প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

মোদী লেখেন, 'ভারতের গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়ের ৫০ বছর পূর্ণ হল। ভারতের মানুষ দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করে। এই দিনে ভারতীয় সংবিধানের মূল্যবোধ সরিয়ে রেখে মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বহু রাজনৈতিক নেতা, সমাজকর্মী, ছাত্র এবং সাধারণ মানুষকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। জরুরি অবস্থার সময় গণতন্ত্রকে কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস।'

জরুরি অবস্থার সময় মোদীর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই এদিন উদ্বোধন করা হয়। 'দ্য এমারজেন্সি ডায়েরিজ' নামে বইটির উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বইটির ভূমিকা লিখেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবগৌড়া। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন দেবগৌড়া। এদিন এক্স হ্যান্ডলে মোদী লেখেন, 'যখন জরুরি অবস্থা জারি হয়, তখন আমি আরএসএস-র যুব প্রচারক ছিলাম।

■ এরপর ২-এর পাতায়

'সংবিধান হত্যা দিবসে' মমতার 'মায়াকান্না'কে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার কলকাতার ইজেডসিসি হলে 'সংবিধান হত্যা দিবস'-এর দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য ও নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বাংলাভাষী মানেই কেউ ভারতীয়; এই বিভ্রান্তিকর দাবি করে আসলে রাজ্যে থাকা রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের আড়াল করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুভেন্দু বলেন, 'ভারত থেকে বিএসএফ ২ লক্ষ ৩৬ হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে পুশব্যাক করেছে। এটা অত্যন্ত ভালো কাজ। আমি তাদের স্যালুট জানাই।' তিনি দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন। যাঁদের ভারতের বৈধ আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড আছে, তাঁদের সঙ্গে কোনও সংঘাত হয়নি। যারা রোহিঙ্গা মুসলিম, তাঁদেরই

ফেরত পাঠানো হয়েছে। দিন পনেরো আগে শুনেছিলাম ২ লক্ষ ৭৬ হাজার জনকে পুশব্যাক করা হয়েছে।'

রাজ্যে 'বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার' হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে পরিষ্কার করে বলতে হবে, তিনি কাদের কথা বলছেন। কারণ, বার্মা থেকে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানরাও বাংলায় কথা বলেন, আবার ধর্মীয় কারণে উৎপীড়িত হিন্দু শরণার্থীরাও বাংলাতেই কথা বলেন। তাহলে উনি কার 'অত্যাচার'-এর কথা বলছেন?'

নরেন্দ্র মোদী সরকারের সিএএ নীতির সপক্ষে বক্তব্য রেখে শুভেন্দু বলেন, 'হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে কেন্দ্র সিএএ চালু করেছে, যার সুফল পাচ্ছে বাংলাভাষী হিন্দু উদ্বাস্তুরা। পহেলগাঁওতে হিন্দু বলে খুন হওয়া বিতান অধিকারীর স্ত্রী তার জ্বলন্ত উদাহরণ।'

তিনি তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই একসময় বলেছিলেন, 'আমরা সবাই সমান নাগরিক, সিএএ দরকার নেই।' কিন্তু বিতান অধিকারীর হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করেছে, সিএএ-এর প্রয়োজন কতটা ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, এসব মায়াকান্না না কাঁদলেও চলবে।''

■ এরপর ২-এর পাতায়

আপাতত যুদ্ধে ইতি, সাফল্যের দাবি তিন পক্ষেরই

ওয়াশিংটন, ২৫ জুন: অনেক টালবাহানার পরে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়েছে ইরান এবং ইজরায়েল। ১২ দিনের যুদ্ধ আপাতত থেমেছে। তার পরেই যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব দাবি করেছে কেবল ইরান, ইজরায়েলই নয়, আমেরিকাও। তিন পক্ষের দাবির সমর্থনেই বেশ কিছু যুক্তি আছে। উল্টো দিকে আছে কিছু প্রতিযুক্তিও, স্বাভাবিক ভাবে যা তারা স্বীকার করেননি বা করতে চাইবেন না।

ইরান আবার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি শুরু করলে, ফের হামলা চালাবে আমেরিকা! এমনটাই দাবি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সামরিক জোট 'নেটো'র সম্মেলনে যোগ দিতে বর্তমানে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে রয়েছেন তিনি। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই মন্তব্য করেন ট্রাম্প। যদিও এমন

সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করছেন তিনি। ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকার হামলার পরে ওই পরমাণুকেন্দ্রগুলির এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছে যে সেগুলি পুনরায় তৈরি করা খুবই কঠিন।

এদিকে, ইজরায়েল এবং আমেরিকার যৌথ প্রচেষ্টার পরেও ইরানের পরমাণু কর্মসূচি পুরোপুরি ভেস্তে যায়নি। এমনই দাবি আমেরিকার গোয়েন্দাদের। ৪০০ কেজি সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামকে তারা কোন গোপন কুঠুরিতে রেখেছে, তার হদিস পায়নি আমেরিকা কিংবা ইজরায়েল। তেহরানেরও দাবি, তারা পরমাণু সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে। ইরান কেবল ইজরায়েলকেই পাল্টা আক্রমণ করেনি, ওয়াশিংটনকে জবাব দিতে কাতারের মার্কিন সেনাঘাঁটিতেও হামলা চালিয়েছে। তা ছাড়া বহির্শত্রু ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের গোঁড়া ধর্মীয় প্রশাসনের পাশে যে ভাবে সে দেশের প্রায় সব শ্রেণির মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা অভাবনীয় বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, ইজরায়েল-ইরান সংঘাত ছিল প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর কাছেও বড় পরীক্ষা। তাঁর দাবি, তিনি এই পরীক্ষায় সফল। তবে তিনি সফল কি না, আগামী বছর তার রায় দেবেন ইজরায়েলবাসী, আসন্ন নির্বাচনে। দুর্নীতি, অপশাসনের অভিযোগ এড়িয়ে নেতানিয়াহুর দল লিকুদ পার্টি নির্বাচনে ফের জয়ী হতে পারে কি না, সে দিকে নজর সকলেরই।

সম্প্রতি আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার একটি গোপন প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন হামলার পরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি মাত্র কয়েক মাস পিছিয়ে গিয়েছে। যদিও এই দাবির সঙ্গে সহমত নন ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, সেটি একটি অসমাপ্ত রিপোর্ট। আমেরিকার হামলার ফলে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি কয়েক দশক পিছিয়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। বুধবার সকালে দ্য হেগে সাংবাদিকদের উদ্দেশে এমনটাই জানান ট্রাম্প। মার্কিন গোয়েন্দাদের রিপোর্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওঁরা সত্যিই জানেন না।' ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে আমেরিকা 'বিধ্বংসী' হামলা চালিয়েছে বলেই মত ট্রাম্পের। তিনি বলেন, 'গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ওঁরা জানেন না। এটি মারাত্মকও হতে পারে। এটাই গোয়েন্দারা জানিয়েছেন।'

রথযাত্রা উপলক্ষে গিয়ে জন-সংযোগ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর: রথযাত্রার ধর্মীয় উৎসব যখন রাজ্যজুড়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তখনই এক ভিন্ন চিত্র উঠে এল কাঁথি ও দিঘার পথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরে। পূর্ব মেদিনীপুরের দিঘায় রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার পথে তিনি আচমকা থেমে গেলেন কাঁথির সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে। সেখানেই ধরা দিলেন এক অন্য রূপে;নির্বাচনের মুখে সাধারণ মানুষের আরও কাছে পৌঁছতে মরিয়া এক জননেত্রী।

গাড়ি থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কথোপকথনে যুক্ত হন স্থানীয় বাসিন্দা, পথচলতি মানুষ ও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে। কারও কাঁধে হাত রেখে, কারও সঙ্গে করমর্দন করে খোঁজখবর নেন তাঁদের জীবনের, এলাকার সমস্যার।

উপস্থিত মানুষ চমকে ওঠেন এই হঠাৎ উপস্থিতিতে। কেউ বলেন, 'উনি আমাদের কাছে এসে কথা বললেন, এটা স্বপ্নের মতো,' কেউ আবার জানান, 'এমন নেতা সত্যিই বিরল, যিনি এতটা সহজভাবে মানুষের পাশে থাকেন।'

■ এরপর ২-এর পাতায়

অসুস্থ ধনখড়

■ নৈনিতালের কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন দেশের উপরাষ্ট্রপতি, বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ভাষণের শেষে পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দু'জনে কথা বলতে বলতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময়েই আচমকা ধনখড় জ্ঞান হারান। বন্ধুর কাঁধে মাথা রেখেই অজ্ঞান হয়ে যান তিনি। তবে আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে নৈনিতালের রাজভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

ইনডেক্স কার্ড

■ নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংকলিত ইনডেক্স কার্ড এবার আগের চেয়ে দ্রুত প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই ওই কার্ড প্রকাশ হয়েছে, যা নতুন ডিজিটাল পদ্ধতির সুফল বলে জানিয়েছে কমিশন। গত ৫ জুন জাতীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, ইনডেক্স কার্ড ডিজিটাইজ ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণের মাধ্যমে আরও দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তা প্রস্তুত করা হবে। আগে এই কার্ডে প্রতিটি তথ্য ম্যানুয়ালি পূরণ ও যাচাই করতে হতো, যা ছিল সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য।

ঊর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ

■ প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্রাহকদের জন্য সুখবর। এবার থেকে পিএফ অ্যাকাউন্ট থেকে অগ্রিম ৫ লক্ষ টাকা তোলা যাবে। এতদিন এই ঊর্ধ্বসীমা ছিল ১ লক্ষ। একধাক্কায় তা বাড়ানো হল পাঁচ গুণ। শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য এক ঘোষণায় এই তথ্য জানিয়েছেন। এই পদ্ধতির নাম অটো সেটেলমেন্ট প্রসেস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, এতদিন এই পদ্ধতিতে তিন দিনে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা তোলা যেত। কিন্তু সেই অঙ্ক এবার করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকা। তাঁর দাবি, এর ফলে ইপিএফও-র ৭ কোটিরও বেশি সদস্য উপকৃত হবেন। শারীরিক অসুস্থতা, শিক্ষা, বিয়ে, গৃহ নির্মাণ বা ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই সুবিধা মিলছে।

ইডি তল্লাশি

■ ৯৮৮ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলায় সক্রিয় ইডি। বুধবার দিল্লি এবং পঞ্জাবের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। ইডি সূত্রে খবর, শিল্পী কেবলস টেকনোলজিস লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সংস্থার প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৬/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৯৭ নং এফিডেভিট বলে Tarit Chandra Das S/o. Lt. Kanai Lal Das ও Tarit Ch Das S/o. Lt. K. L. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৮১ নং এফিডেভিট বলে Nupur Ruidas D/o. Sanat Ruidas নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Salma Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৮৭২ নং এফিডেভিট বলে আমি Arjun Ram ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sukar Ram ও S. R. Ram সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Sulekha Hazra D/o. Srikanta Hazra নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sulekha Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৭৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Md Firoz ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Year Mohammad ও Sk Iyar Md সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৮০ নং এফিডেভিট বলে Piyali Das D/o. Prasad Das নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sadika Parvin নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ২০/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Dasmat Mandi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ram Mandi ও Lt R Mandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে Ananya Ghosh D/o. Ashok Ghosh নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Anisha Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬শে জুন। ১১ই আষাঢ়। বৃহস্পতি বার। শ্রীজগন্নাথ ধাম পুরীতে নেত্রোউৎসব ও গুন্ডীকামার্জন মহাপুজো। জন্মে মিথুন রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র, ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দোষ নাই।

মেষ রাশি : অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

মিথুন রাশি : রোমান্টিক ভাব স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কর্কট রাশি : সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ । শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

তুলা রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

বৃশ্চিক রাশি : ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

ধনু রাশি : গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

মকর রাশি : নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

কুম্ভ রাশি : আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

মীন রাশি : আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্রঃ

(শ্রীশ্রী জগন্নাথ ধাম পুরীতে নেত্রোউৎসব ও গুন্ডীকামার্জন মহাপুজো। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। রাষ্ট সংঘের সনদ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯০৪০ নং এফিডেভিট বলে Shaikh Taiyem Ali S/o. Shaikh Lalmohammad ও Sk. Taiyam Ali S/o. L. Md সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮৮৮১ নং এফিডেভিট বলে Rajib Kumar Dutta ও Rajib Dutta S/o. P. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২০২৫ নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৭৫ নং এফিডেভিট বলে Jayashri Roy D/o. Suresh Roy নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arjiya Begum নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলিম ধর্মালম্বী হলাম।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Dibyendu Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dasarath Biswas ও Dasharath Biswas, D. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৬ নং এফিডেভিট বলে Sk. Manjur Alam S/o. Sk. Amirul Islam ও Manjur Alam S/o. Amirul Islam সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২০২৫, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Manas Kumar Banerjee (old name) S/o. Lt. Ranjit Kumar Banerjee R/o. Khonepara Lane, B.B.B. Sarani, Gondalpara, Chandannagar, Hooghly-712137, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Manas Kumar Bandyopadhyay (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Manas Kumar Banerjee & Manas Kumar Bandyopadhyay S/o. Lt. Ranjit Kumar Banerjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Debaditya Banerjee.

নাম-পদবী

আমি যামিনী ঘোষ পিতা- মৃত নিতাই ঘোষ সাং+পোঃ রামপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১, পঃ বঃ গত ২৩/০৬/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর বলে আমি যামিনী ঘোষ, যামিনী কান্ত ঘোষ ও যামিনী কুমার ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি গীতা ঘোষ স্বামী- মৃত বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ পিতা- মৃত নিতাই ঘোষ সাং+ পোঃ চৌগাছা, থানা- কৃষ্ণগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৫০৯, পঃ বঃ গত ২৩/০৬/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর বলে আমি গীতা ঘোষ ও গীতারাণী ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি উত্তম ঘোষ পিতা- মৃত নিতাই ঘোষ সাং+পোঃ রামপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১, পঃ বঃ গত ২৩/০৬/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর বলে আমি উত্তম ঘোষ ও উত্তম কুমার ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Ritwik Samanta of Sarachi, P.S.- Usthi, Dist- South 24 Parganas, West Bengal, Berhampore Court -এ Notary affidavit Sl. No.- 2673, Dt- 23/06/2025 বলে ধর্ম পরিবর্তন করে, হিন্দু থেকে মুসলিম হয়ে Adil Rahaman হলাম।

নাম-পদবী

আমি আরাধনা ঘোষ স্বামী- তুলসী দাস ঘোষ পিতা- মৃত নিতাই ঘোষ সাং/পোঃ জাহাঙ্গীর পুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, পঃ বঃ গত ২৩/০৬/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর বলে আমি আরাধনা ঘোষ ও আরাধনী ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি দশরথ ঘোষ পিতা- মৃত নিতাই ঘোষ সাং + পোঃ রামপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১, পঃ বঃ গত ২৩/০৬/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর বলে আমার ভ্রাতা মৃত সুফল ঘোষ ও সুফল কুমার ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

নাম-পদবী

আমি উত্তম ঘোষ পিতা- মৃত নিতাই ঘোষ সাং/পোঃ রামপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬১, পঃ বঃ গত ২৩/০৬/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর বলে আমার পিতা নিতাই ঘোষ, নিতাই পদ ঘোষ ও নিতাই চন্দ্র ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

CHANGE OF NAME

I, **Baby Kumari Dubey** W/o. Late Arun Kumar Pandey D/o. Chandreshwar Dubey, R/o. 19/212 Jugipara Lane, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B. declared that I, **Baby Kumari Dubey** W/o. Late Arun Kumar Pandey, D/o. Chandreshwar Dubey and **Baby Pandey** W/o. Arun Kumar Pandey are the same and identical person vide an affidavit no. 5097, dated 20/06/2025, sworn before Judicial Magistrate, Sadar, Hooghly Court. My correct Date of Birth is 06/04/1973, which is mentioned in my all documents.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল টুসি আইচ স্বামী- লখাই আইচ, সাং- তাহেরপুর এ ব্লক, ৩০নং রাস্তা, পোঃ ও থানা-তাহেরপুর, জেলা- নদীয়া -এর নির্দেশানুসারে সর্বসাধরনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে- আমার মক্কেল ইং ৯.৭.১৮ তারিখে A.D.S.R রানাঘাট-১ অফিসে রেজিষ্টিকৃত ৫১৭৬ বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে এবং ৭.৮.২০ তারিখে উক্ত অফিসে রেজিষ্টিকৃত ৩৫০৬ বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে জয়ন্তী বিশ্বাস স্বামী- অজয় কুমার বিশ্বাস এর পক্ষে ইং ৮.৭.১৬/১১.৭.১৬ তারিখে D.S.R- নদীয়া অফিসে রেজিষ্টিকৃত ২২৭ নং সাধারন আমমোক্তার নামা বলে নিযুক্তিয় আমমোক্তার পার্থ দাস পিতা মৃত গৌরাঙ্গ দাস দীং এর নিকট হইতে ২৫ নং পালিতপাড়া মৌজায় R.S- 741 ও L.R-1320 নং খতিয়ান ভুক্ত RS & L.R 1445 নং দাগে ৪.৯৫ শতক জমি ক্রয় করিয়া উহাতে ভোগ দখলে কায়েম থাকাবস্থায় উক্ত সম্পত্তি নিজের নামে রেকর্ড করিবার জন্য B. L & L.R.O রানাঘাট-১ অফিসে আবেদন করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কাহারও কোন আইনানুগ ওজর আপত্তি থাকিলে B.L. & L.R.O রানাঘাট ১ নং অফিসে উপযুক্ত নথি সহ আপত্তি দাখিল করুন অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আমরা, জ্যোৎস্না সিংহ রায়, গৌতম সিংহ রায়, জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়, কাকলি সিংহ রায়, গত ৮-১-৯৬ তারিখে করিমপুর তেহট্ট যুক্ত সাব রেজিস্ট্রিকৃত ১ নম্বর সাধারণ আমমোক্তার নামা বলে উক্ত জয়ন্ত কুমার সিংহ রায়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করি, উক্ত জয়ন্ত কুমার সিংহ রায় উক্ত আমমোক্তার বলে ইং ২৭.০৬.০৮ তারিখে A.D.S.R. রানাঘাট- ১ রেজিস্টিকৃত ২৯১৪ নং বিক্রয় কোবলা দলিল মূল্যে জয়ন্তী বিশ্বাসকে হস্তান্তর করেন, উক্ত জমির মালিক হইলে ক্রেতার নামে রেকর্ড হইলে কাহার কোন আপত্তি থাকলে B.L. & L.R.O রানাঘাট- ১ অফিসে উপযুক্ত নথি সহ আপত্তি দখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল শ্রী চন্দন কর পিতা নীহার রঞ্জন কর, সাকিন : জাপট কালীতলা, কালনা, পূর্ব বর্ধমান রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ১৭৩৭/১৯৯৬ - ০২.০৬.২০২৫ তারিখে বেলা আনুমানিক ১টার সময়ে কালনা চক বাজারে ফটো কপি করানোর সময়ে হারিয়ে ফেলেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি নং ১১৫৯ তারিখ ১৫.০৬.২০২৫ কালনা থানায় দায়ের করেন।

কোনও ব্যক্তি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি বা দলিল দেখে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয়দীপ মুখার্জি (অ্যাডভোকেট)
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা-৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পাপিয়া পাত্র দাস স্বামী পরিমল পাত্র, সাং- গৌরনগর, পো: বগুলা, থানা- হাঁসখালী, জেলা- নদীয়া, মুরারাই থানার অন্তর্গত ১০০ নং রাম চন্দ্র পুর মৌজার আর.এস. ও এল.আর ৬৮৮ দাগের এল.আর ৩৩৯/১ খতিয়ান থেকে ২.৬৭ শতক, আর.এস. ও এল.আর ৮৫১ দাগের এল. আর ৩৩৯/১ খতিয়ান থেকে ১.৩৩ শতক, আর.এস. ও এল.আর ৬৯১ দাগের এল.আর ৫৪৫ খতিয়ান থেকে ২.৩৩ শতক, আর.এস ও এল.আর ৬৯৩ দাগের এল.আর ৩০৮,৫৩৭ খতিয়ান থেকে ২.৬৬ শতক, আর.এস. ও এল.আর ২৭২ দাগের এল.আর ৪০৩৭ খতিয়ান থেকে ৫.৩৩ শতক সম্পতি গত ইং ২৩/০৬/২০২৫ তারিখে A.D.S.R কৃষ্ণনগর, নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত 1-6680/2025 নং একখানি আমমোক্তারনামা দলিল বলে মূল মালিক জয়ন্তী দাস স্বামী মৃত কুমারেশ চন্দ্র দাস, সাং- কাঠুরিয়াপাড়া, পো: কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, মহাশয়ার দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছে৷ এক্ষণে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করে৷ উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে A.D.S.R মুরারাই রেজিষ্ট্রি অফিসে যোগাযোগ করুন অন্যথায়আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে৷

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নথি **মূল বিক্রয় সার্টিফিকেট দলিল নং ০৪৭২১-২০১৩ সালের,** রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ-১, কলকাতা, সম্পত্তি **শান্তনু সাহা,** পিতা প্রয়াত বিদ্যুৎ কুমার সাহা, **ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৫মতলে, প্রেমিসেস নং ২৪, এন এস সি বোস রোড, কলকাতা : ৭০০০৪০,** এরিয়া ১০৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং ১ কার পার্কিং স্পেস পরিমাণ ১০০ বর্গফুট এবং ভবনের চাতালের জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অন্যান্য সকলের সঙ্গে বিক্রয়কারী এবং /বা দখলকারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল অংশ। **মৌজা : চাঁদপুর,** সিএস খতিয়ান নং ১৪০, সিএস দাগ নং ১১৯৩, বর্তমানে থানা : যাদবপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৭- স্থানান্তরিত এবং খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে **ধনিয়াখালি থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জি ডি ই নং ১০২ তারিখ ১০.০৪.২০২৫** দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে আমার মক্কেল শান্তনু সাহা, পিতা প্রয়াত বিদ্যুৎ কুমার সাহা, সাকিন গ্রাম এবং পো : ভান্ডারহাটি, থানা : ধনিয়াখালি, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৩০১ বর্তমান মালিক উক্ত সম্পত্তির। কোনও ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও আপত্তি, দাবি, অধিকার বা তথ্য জানা থাকলে উক্ত সম্পত্তি বা মূল হারিয়ে যাওয়া বিক্রয় দলিল সম্পর্কে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনও দাবি এবং অধিকার সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি গৃহীত না হলে পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
অভিরূপ ঘোষ (অ্যাডভোকেট)
জিটি রোড (প), বাবুপুকুরধার লেন,
পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি,
পিন : ৭১২১৩৬, ফোন : ৯০৩৮৫২৭৯৪৯
রেজি.নং প ব ১৬০৪-২০০৯ সালের

NOTICE

My client Shri Niranjan Adhikari, S/o. Late Madhusudan Adhikari purchased a land in Deed No. 1647, dated 04.06.25 registered in Sonamukhi A.D.S.R. office at Sonamukhi Mouza (J.L. No. 85) under Sonamukhi Block in Khatian No. 8297 & Plot No. 3695/3961. The said land was sold by Smt. Dipali Dey, W/o. Shri Shankar Dey, through her duly appointed Power of Attorney Shri Arup Mukherjee & Shri Abhisek Banerjee who was empowered through a registered Power of Attorney Deed No. 3267 dated 22.11.23, registered at the Sonamukhi A.D.S.R. Office. At present, buyer Shri Niranjan Adhikari wants to record the said land in his own name. If anyone has any objection regarding this matter, they are requested to appear at the Sonamukhi B.L. & L.R.O. Office with valid documents and evidence within 30 days.

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

ক) **১) কাকলী নন্দী**, স্বামী - চন্ডীদাস নন্দী, **২) সোমনাথ চ্যাটার্জ্জী**, পিতা - ৺সনৎ কুমার চ্যাটার্জ্জী, **৩) শুভদীপ ব্যানার্জ্জী**, পিতা - রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, **৪) রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী**, পিতা বনবিহারী ব্যানার্জ্জী, সর্ব্ব সাং - মন্ডলাই, পোঃ - ইলছোবা মন্ডলাই, থানা - পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৬, বিগত ইংরাজীর ৩০/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-৪৫৮৯/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(মহম্মদ সামসুর রহমান**, পিতা- মহম্মদ সিরাজুর রহমান) সাং - পান্ডুয়া বেরা মহল্ল্যা, পান্ডুয়া হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস.আর পান্ডুয়া অফিসে ১১/০৯/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৪৭৬৫/২০২৪ নং দলিল মূলে **১) রাজু রাম সরেন**, পিতা - ৺সোমাই সরেন, **২) শ্রীমতী মাইনো সরেন**, স্বামী - বাজু রাম সরেন, উভয়ের সাং - মন্ডলাই, পান্ডুয়া হুগলী, পিন নং – ৭১২১৪৬, **খ) শ্রী সজল মজুমদার**, পিতা - সর্ব্বেশ্বর মজুমদার সাং - সারদাপল্লী বৈচিগ্রাম, থানা- পান্ডুয়া, জেলা - হুগলী, পিন নং ৭১২১৩৫, বিগত ইংরাজীর ২৬/০৬/২০২৩ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3302/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে **(সেখ আব্দুল মালেক**, পিতা- মরহুম রওশন আলি) সাং - খন্যান পশ্চিমপাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৭ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি এ.ডি.এস. আর. পান্ডুয়া অফিসে ২৮/০৬/২০২৩ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৪০৯/২০২৩ নং দলিল মূলে **শ্রী রাজ পটেল**, পিতা - ৺ফুরু পটেল, সাং- ৬৭/১১ স্ট্যান্ড রোড বিডন স্ট্রীট জোড়াবাগান, জেলা কোলকাতা, পিন নং - ৭০০০০৬। মহাশয়কে /মহাশয়গনকে একুনে দুইটি কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি । **তপশীল**: ক) জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মন্ডলাই, জে. এল. নং ৩৭, হাল. এল. আর. ১১৫৯ খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ৩৮৭১/৩৮৭১ নং দাগে ভিটি জমি ১৲ আনায় ৪৭ শতকের মধ্যে ৮.২৬ (আট দশমিক দুই ছয়) শতক । খ) জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা খন্যান, জে. এল. নং ১২৯, হাল. এল. আর. ৪৬২৮ খতিয়ানে সাবেক দাগ নং ৪৫৪৮ তথা হাল ৩৮৩৭ নং দাগে শালি জমি ১৲ আনায় ৪০ শতকের মধ্যে ২.৪৮ (দুই দশমিক চার আট) শতক । একুনে মোট দুইটি দলিলে ১০.৭৪ শতক সম্পত্তি হইতেছে । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **১) বাজু রাম সরেন**, পিতা - ৺সোমাই সরেন, **২) শ্রীমতী মাইনো সরেন**, স্বামী - বাজু রাম সরেন, **৩) শ্রী রাজ পটেল**, পিতা - ৺ফুরু পটেল,উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পান্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি -**মহম্মদ সামসুর রহমান ও সেখ আব্দুল মালেক** (আমমোক্তারদ্বয়)

ভ্রমসংশোধন

গত ২৪/০৬/২০২৫ তারিখে একদিন পত্রিকায় তাপস ঘোষ ও তারক দে নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে একটি লাইন আইন মতাবেক কার্য হইবে হবে ও অন্যটিতে ২৩/১২/২০২০ তাং ও I-2735/2024 নং দলীল হবে, ভুল প্রকাশনের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনীয়।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীর জেলা জজ বাহাদুরের আদালত মোকাম চুঁচুড়া
ইং ২০২৪ সালের ১৪৩ নং মিস কেস মোকর্দ্দমা

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা অবগত করানো হইতেছে যে জেলা হুগলীর আরামবাগ থানার অন্তর্গত আরামবাগ পৌরসভার এলাকাধীন ২ নং ওয়ার্ডে জে.এল. নং-৩৮, পারুল মৌজাস্থিত এল.আর ১৪৪৬১ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ২৬০ নং দাগে তথা এল.আর. ৩৬১ দাগে শালি সম্পত্তিতে ১/২ রকম অবিভক্ত অংশে ০.০৮০ একরের মধ্যে ১.৩৩ একর তন্মধ্যে ০.০০০০একর এবং আর.এস. ২৬১ নং দাগে তথা এল.আর. ৩৬২ নং দাগে শালি/বাস্ত সম্পত্তিতে ১/২ রকম অবিভক্ত অংশে ০.১১ একরের মধ্যে ০.৬৮ একর তন্মধ্যে ০.০০০০ একর **নাবালক আভাস দাস** এর মালিকানাধীন সম্পত্তি দ্বয় সম্পর্কে জেলা হুগলীর জেলা জজ আদালতে মোকাম চুঁচুড়ায় বিক্রয়ের অনুমতি পাইবার দাবীতে **শ্রী অমরেন্দ্র নাথ দাস** পিতা- তারাপদ দাস সাকিম ডিহিবায়ড়া থানা- আরামবাগ জেলা হুগলী পিন ৭১২৪১৩ উপরি লিখিত মোকর্দ্দমায় আবেদন করিয়াছেন। যদি কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ সহ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হইবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় সমস্ত দাবী অগ্রাহ্য হইবে এবং একতরফা বিচার হইবে।

অশোক কুমার ঘোষ (এ্যাডভোকেট)
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জজ কোর্ট, হুগলী - চুঁচুড়া।

জমি বিক্রয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী সত্যবতী টুডু**, স্বামী বৈদ্যনাথ টুডু, পিতা ৺দুর্গাচরন মাণ্ডী, **২)শ্রী শঙ্কর মুরমু, ৩)শ্রী দুর্গাচরন মুরমু, ৪)শ্রী স্বপন কুমার মুরমু, ৫)শ্রীমতী স্বপ্না সরেন,** ২ থেকে ৪ নং এর পিতা ৺চন্দ্র কান্ত মুরমু, সকলের সাকিম ভাস্তাড়া, গুড়াপ, হুগলী- ৭১২৫১৩। আমার মক্কেলগনের সম্পত্তি **থানা গুরাপের সামিল জে.এল. নং ১৫২, মৌজা- আলিপুর, এল.আর ৫৮ নং খতিয়ানে (দুর্গাচরন মাণ্ডীর নামে রেকর্ড ভুক্ত), দাগ নং- ৫৯, শ্রেণী শুনা, ১ আনায় ২০ শতক শুনা জমি** আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা বর্তমান আমার মক্কেলগনের ওয়ারিশান সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতেছে। মক্কেলগনের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন থাকার কারনে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন। উক্ত সম্পত্তি তাহাদের সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কাহারো ক্রয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে আমার মক্কেলগণের সহিত মোবাইল - ৯৯৩২৮৪৮৩০৯- নম্বরে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি তাহার কোনো সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কেহ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন তা হইলে মক্কেলগন অন্য সহজাতী কে বিক্রয় করিবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

<u>মানসী অ্যাড এজেন্সি,</u>
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

<u>পশ্চিম মেদিনীপুর</u>

<u>মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি</u>
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

বুধবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দ (কার্তিক) মহারাজের লিখিত পুস্তক - 'বাঙালি হিন্দুর উত্থান, সংঘর্ষ ও সমাধান' প্রকাশিত হল। এই সংবর্ধনা সভায় কার্তিক মহারাজ তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সনাতনীদের একত্রিত থাকার আহ্বান জানান। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, প্রাক্তন বিধায়ক তাপস রায়, বিজেপি বিধায়ক মনীশ কীর্তনিয়া ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

'রথযাত্রা ও ওডিশা ফেস্টিভ্যাল'

নিজস্ব প্রতিবেদন: খিদিরপুরের শ্রী জগন্নাথ সেবা সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা 'উৎকলা'-র উদ্যোগে আগামী ২৭ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'রথযাত্রা ও ওডিশা ফেস্টিভ্যাল ২০২৫'। প্রতিবছরের মতো এবারও উৎসব ঘিরে থাকছে ধর্মীয় আচার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এবং ওডিশার ঐতিহ্যের প্রদর্শন। সোমবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন সমিতির সভাপতি

চন্দ্রশেখর পানিগ্রাহী। রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠান হবে ২৭ জুন, খিদিরপুরের শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রা আকারে বের হবে রথ। উৎসব চলাকালীন ওডিশার লোকসংগীত, নৃত্য, হস্তশিল্প প্রদর্শনী, খাদ্য উৎসব এবং আধ্যাত্মিক আলোচনারও আয়োজন থাকবে। শ্রী জগন্নাথদেবের মঙ্গল আরতির পাশাপাশি থাকছে চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মরণে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানও।

গত ৮৫ বছরের বেশি সময় থেকে সেনকো গোল্ড লিমিটেড একটি শীর্ষস্থানীয় প্যান-ইন্ডিয়া জুয়েলারি খুচরা বিক্রেতা এবং বৃহত্তম জুয়েলারি খুচরো বিক্রেতা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, পূর্ব ভারতে প্রায় ১৭৫টি শোরুম রয়েছে সেনকো গোল্ডের। এছাড়া সুদূর দুবাইতেও রয়েছে শোরুম। রথ যাত্রার বিশেষ দিনকে স্পেশ্যাল করতে সেনকোর পক্ষ থেকে লঞ্চ করা হল অনবদ্য কিছু ডিজাইন ও অফার। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস রথযাত্রার প্রতীক এবং আড়ম্বরকে মাথায় রেখে অনন্য গয়নার একটি সংগ্রহ তৈরি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞ কারিগররা এই অসাধারণ নকশাগুলিতে দেবতা, রথ এবং শুভ প্রতীকের নকশাগুলি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি গয়না অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করে হলমার্কযুক্ত সোনা ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূল্যবান উত্তরাধিকারসূত্রে পরিণত হয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে।

রথযাত্রা উপলক্ষে

■ **প্রথম পাতার পর**

এরপর তিনি যান কাঁথি ৩ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সামনে। কথা বলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে। চলে কাজের অগ্রগতি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা, শোনা যায় কিছু দিকনির্দেশনাও দেন তিনি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, রথযাত্রার অনুষ্ঠান যেমন একপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা, তেমনি কাঁথিতে মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ থেমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ছিল এক কৌশলী পদক্ষেপ। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'গ্রাসরুট' সংযোগ রাজনৈতিক বার্তা বহন করে;তিনি এখনও মাটির কাছেই রয়েছেন।

দিঘায় পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী অংশ নেন রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলায়। তুলে ধরেন রাজ্য সরকারের সামাজিক সম্প্রীতির বার্তা।

কটাক্ষ শুভেন্দুর

■ **প্রথম পাতার পর**

রাজ্যের সাম্প্রতিক বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী বরং হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস বা তামান্নার মতো ঘটনায় যে 'জেহাদি বাহিনী' জড়িত, তাদের দমন করুক। মুখ ফিরিয়ে থেকে দায় ঝেড়ে ফেলার রাজনীতি আর চলবে না।''

মিড ডে মিলে হালাল খাবার পরিবেশন সংক্রান্ত বিতর্কে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'ওরা যদি হালাল খাওয়ার দাবি তোলে, তাহলে আমরাও বলব; আমরা ঝটকা মাংস খাই। দেশ ধর্মনিরপেক্ষ বলে একপক্ষের ইচ্ছার উপরই সমস্ত কিছু চলতে পারে না।'

'অন্ধকারতম অধ্যায়'

■ **প্রথম পাতার পর**

জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন আমার কাছে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা ছিল।

পাশাপাশি তিনি আরও লেখেন, 'যেভাবে আমাদের সংবিধানকে লঙ্ঘন করা হয়েছিল, রুদ্ধ করা হয়েছিল সংসদের কণ্ঠস্বর, চেষ্টা করা হয়েছিল আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার, তা ভারতীয়রা কোনওদিন ভুলবে না।'

জরুরি অবস্থার স্মৃতি যাঁরা বহন করে চলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'এর ফলে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ওই লজ্জাজনক সময় নিয়ে যুব সমাজের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে।'

শুক্ল-পক্ষ

■ **প্রথম পাতার পর**

ইসরোর তরফ থেকে প্রাথমিক ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল দুই গগনযাত্রী শুভাংশু শুক্ল এবং প্রশান্ত বালকৃষ্ণন নায়ারকে। উত্তরপ্রদেশের লখনউয়ের ছেলে শুভাংশু ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন। মূল মহাকাশচারী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ৩৯ বছরের শুভাংশুকেই। তাঁর বিকল্প হিসাবে রাখা হয় প্রশান্তকেও। শুভাংশু 'ড্রাগন'-এর পাইলট হলেও অভিযানের কমান্ডার হিসাবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাসার প্রাক্তন নভশ্চর তথা অ্যাক্সিয়ম স্পেসের মানব মহাকাশযানের ডিরেক্টর রেগি হুইটসন। শুভাংশুর সঙ্গে এই দিন মহাকাশে যাত্রা শুরু করেন পোল্যান্ডের স্লায়োস উজনানস্কি-উইসনিউস্কি , পেগি হুইটসন এবং হাঙ্গেরির টিবর কাপু।

উল্লেখ্য, ১৪ দিনের এই অভিযানের জন্য দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল চার নভশ্চরকে। যাতে মহাকাশে যাওয়ার আগে সংক্রমণজনিত কোনও রোগে অসুস্থ না পড়েন, সে জন্য গত এক মাস ধরে চার জনকেই থাকতে হয়েছিল নিভৃতবাসে। আগামী ১৪ দিন তাঁরা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে থাকবেন। সেখানে অন্তত ৬০টি পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবেন তাঁরা। এর মধ্যে ৭টি গবেষণাই ভারতীয় গবেষকদের প্রস্তাবিত। মহাকাশ থেকে শুভাংশু শুক্ল কোনও এক ভিআইপি-র সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

EKDIN 26.06.2025 PAGE 3_Layout 1 6/25/2025 10:28 PM Page 1

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৬ জুন ২০২৫, ১১ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

এক নজরে

স্থিতিশীল সৌগত

■ বয়সজনিত অসুস্থতার কারণে কলকাতার বেলভিউ ক্লিনিকে ভর্তি রয়েছেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌগত রায় ডাইরিয়া ও অচেতন হয়ে পড়ার সমস্যায় ভুগছিলেন। আগে থেকেই তাঁর পেসমেকার বসানো রয়েছে। হাসপাতালে আনার পর তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয় এবং একাধিক পরীক্ষা করা হয়। মস্তিষ্কে বড় কোনও সমস্যা ধরা পড়েনি বলেই চিকিৎসকদের প্রাথমিক রিপোর্ট। বর্তমানে তাঁর রক্তচাপ, হার্ট রেট ও অক্সিজেন স্তর স্বাভাবিক, তিনি পুরোপুরি সচেতন ও জেগে রয়েছেন, এমনকী হালকা খাবারও গ্রহণ করেছেন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এখনও তাঁকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বয়স ও পূর্ব ইতিহাস বিচার করে তাঁকে কিছুদিন চিকিৎসকদের সরাসরি নজরদারিতে রাখা হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতিতে বদল

■ পরীক্ষা পদ্ধতিতে বদল আনবে বলে আগেই জানিয়েছিল সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন। এবার সেই বদল এনে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের তরফ থেকে জারি হল নির্দেশিকাও। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে এবার থেকে বছরে দু'বার করে সিবিএসই দশমের পরীক্ষা দেবেন পড়ুয়ারা। প্রথমবারের পরীক্ষা আবশ্যিক, দ্বিতীয়বারের পরীক্ষা ঐচ্ছিক। জাতীয় শিক্ষানীতি-র প্রস্তাব মোতাবেক এই বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনার খসড়া আগেই প্রকাশ করে সিবিএসই। এই খসড়ার প্রস্তাব অনুসারে, ফেব্রুয়ারি এবং মে মাসে বোর্ডের পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। ফলে এরপর থেকে সিবিএসই-র অধীনস্থ দশম শ্রেণির পড়ুয়ারা আগামী বছর থেকে দু'বার পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। কোনও বিষয়ে তুলনামূলক কম নম্বর পেলে কয়েক মাসের মধ্যে ফের পরীক্ষায় বসে বেশি নম্বর পাওয়ার সুযোগ পাবেন তাঁরা। দু'বারের মধ্যে যে বারের নম্বর বেশি উঠবে সেই রেজাল্টটিই গ্রহণযোগ্য হবে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রথম পরীক্ষার পরই ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে রেজাল্ট দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় পরীক্ষার পরই চূড়ান্ত রেজাল্ট দেওয়া হবে। কেউ প্রথম পরীক্ষার নম্বরে সন্তুষ্ট হলে দ্বিতীয় পরীক্ষা থেকে 'অপট আউট' বা পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

স্কুলে বোমাতঙ্ক

■ কলকাতার দু'টি স্কুলে বোমাতঙ্ক। বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ আনন্দপুর ও শিয়ালদহ চত্বরের দুটি স্কুলে বোমা রাখা আছে এই মর্মে ইমেলে হুমকি বার্তা আসে। একটি স্কুল ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল, অপরটি ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এই ইমেলে লেখা ছিল বুধবার দুপুর দুটোর মধ্যে স্কুল উড়িয়ে দেওয়া হবে। ইমেল দেখেই পুলিশকে খবর দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। খবর পেয়ে স্কুলে আসে আনন্দপুর ও তালতলা থানার পুলিশ। আসে বোম স্কোয়াডও। দীর্ঘ সময় ধরে চলে পুলিশের তল্লাশি অভিযান। এই প্রসঙ্গে ক্যালকাটা বয়েজ স্কুলের শিক্ষিকা জানান, 'আমরা এই ইমেল দেখে চমকে গিয়েছিলাম। তবে যাতে আতঙ্ক না ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্যে স্কুলের সমস্ত বাচ্চাদের একটি ঘরে রাখা হয়েছিল। সেই সময় পুরো স্কুল জুড়ে বোম স্কোয়াডের টিম তল্লাশি শুরু করে। কে বা কারা শহরের দুটি স্কুলের ইমেলে বোমার হুমকি পাঠাল তা তদন্ত করছে পুলিশ।

বাইক না পেয়ে আত্মঘাতী

■ মায়ের কাছে বাইক কিনে দেওয়ার আবদার করেছিলেন বছর পঁচিশের যুবক। কিন্তু মা ছেলের সেই আবদার মেটাতে পারেননি। ক্ষোভে মা-কে ঘর থেকে বের করে দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন ওই যুবক। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামনগর শক্তিগড় টালিখোলা এলাকায়। মৃতের নাম অরিজিৎ দাস ওরফে টুবলু। জানা গেছে, মৃত যুবক ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। আর ওঁর মা রাঁধুনির কাজ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে মা-কে ঘর থেকে বের করে দিয়ে ভেতরে থেকে দরজা আটকে দেয় টুবলু। অনেক ধাক্কা মারলেও টুবলু দরজা খোলেননি।

বিকিকিনি...আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে দোকানে খুদেদের ভিড়। বউবাজারে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

চিড়িয়াখানার জমি বিক্রি করা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চিড়িয়াখানা জমি বিক্রয় করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তরজা চলছিল শাসক আর বিরোধীদের মধ্যে। তবে এবার চিড়িয়াখানার এই জমি বিক্রি ইস্যুতেই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল এক জনস্বার্থ মামলা। আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারী আদালতে প্রশ্ন তুলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের অতীতের নির্দেশিকা অমান্য করে কীভাবে চিড়িয়াখানার জমি বিক্রয় করা হচ্ছে। একইসঙ্গে মামলাকারী আদালতে এও জানিয়েছেন, এই জমি বিক্রির ব্যাপারে টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। আর এই ঘটনাকে সামনে রেখেই বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন জানিয়েছেন মামলাকারী। আদালত সূত্রে খবর, মামলা দায়ের

করার অনুমতি দিয়েছে বেঞ্চ। সূত্রের খবর, রাস্তার পাশে মূল আলিপুর চিড়িয়াখানার যে পার্শ্ববর্তী এলাকা রয়েছে, তার অপর দিকে চিড়িয়াখানার একটি অ্যাকোয়ারিয়াম, অডিটোরিয়াম, একটি পশু হাসপাতাল, নার্সারি ও স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। অডিটোরিয়াম আর স্টাফ কোয়ার্টারের অবস্থা বিপন্ন। সূত্রের খবর, ওই জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে দিয়েছে রাজ্য।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আলিপুর চিড়িয়াখানার জমি রাজ্য বেআইনিভাবে বেচে দিতে চাইছে, এই অভিযোগ প্রথম তুলেছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই ইস্যুকে সামনে রেখে গত জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্র সদন থেকে চিড়িয়াখানা পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিলও করা হয় বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। তখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছিলেন, ৫০ কাঠা জমি ১ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি করার চেষ্টা চলছে। এরপরই এই বিষয়েই বুধবার হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা।

'কেন্দ্রের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে মমতার সরকার'

কল্যাণী ও ভাঙড়ে বিমানবন্দর গড়ার প্রস্তাব নাকচ করার অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারকে একের পর এক কটাক্ষে বিদ্ধ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে। শুভেন্দু জানান, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীর সম্মতি থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার হাসিমারা ও কলাইকুন্ডায় বিমানবন্দর তৈরির জন্য জমি দেয়নি। এমনকী, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বিমান পরিবহণ মন্ত্রী থাকার সময় কল্যাণী ও ভাঙড়ে বিমানবন্দর গড়ার প্রস্তাবও রাজ্য নাকচ করে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।

এদিন বিজেপির ৩০ জন বিধায়কের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেন শুভেন্দু। বৈঠকে বিমানবন্দরের সীমানা প্রাচীর সম্পূর্ণ করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'ধর্মীয় কারণে কলকাতা বিমানবন্দরের বাউন্ডারির একটি অংশ এখনও খোলা রয়েছে। অথচ এই বিমানবন্দর দিয়েই বাংলাদেশ, চিন সহ একাধিক দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয়। জঙ্গি অনুপ্রবেশের আশঙ্কা বাড়ছে। তাই সিআইএসএফের পুরনো নিরাপত্তা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ জরুরি এবং প্রাচীর নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হবে।'

শুভেন্দু জানান, বিমানবন্দরের তিনটি রানওয়ের মধ্যে মাত্র একটি চালু রয়েছে, বাকি দুটি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পাশাপাশি, বিমানবন্দর চত্বরেই থাকা একটি বাণিজ্যিক বহুতল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেই বহুতল ভেঙে ফেলার দাবিও তোলেন বিরোধী দলনেতা।

তাঁর আরও অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী পুরসভা ও কর্পোরেশন অর্থের বিনিময়ে যত্রতত্র বহুতল নির্মাণের অনুমতি দিচ্ছে, যার ফলে বিমানবন্দরের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'এই বহুতলগুলি অবিলম্বে আদালতের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া উচিত।' চাকরিতে সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ নিয়েও কেন্দ্রীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে কড়া বার্তা দেন শুভেন্দু।

বলেন, 'বিমানবন্দরের এজেন্সিগুলিকে ডেকে আলোচনায় বসে সংবিধান মেনে নিয়োগ করতে হবে। তৃণমূল আশ্রিত এজেন্সিগুলির মালিকদের মনগড়া পদ্ধতিতে নিয়োগ চলবে না। এজেন্সি চালানোর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নিয়ম-কানুন মানতেই হবে।'

তিনি আরও জানান, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে একটি পোর্টাল চালু করতে হবে, যেখানে আবেদনকারীরা অনলাইনে আবেদন করবেন। সেই পোর্টালের মাধ্যমেই বাছাই প্রক্রিয়া চলবে। কোনও সাংসদের সুপারিশপত্র বা 'প্যাডে লেখা' তালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ গ্রহণযোগ্য নয়। বিমানবন্দরে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা আছে কি না, তা নিয়েও সতর্কতা দেখানোর পরামর্শ দেন শুভেন্দু। নাম না করে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে বলেন, 'এই রাজ্যে ভারতীয় আর রোহিঙ্গা চেনা খুব কঠিন। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে যাচাই করতেই হবে, কে ভারতীয়, কে নয়।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পহেলগাঁও' মন্তব্য নিয়ে শুভেন্দু পাল্টা প্রশ্ন তোলেন; 'হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস কিংবা কালীগঞ্জে এক মুসলিম তরুণীর খুনের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেননি।

তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করার মতো কে তিনি? হরিদাস পাল নাকি?" সবশেষে, তামান্নার মায়ের তরফে রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে শুভেন্দুর মন্তব্য, উনি এক সাহসিনী নারী। ঠিক কাজ করেছেন।

যোগ্য শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চ

তিনদফা দাবি নিয়ে ফের পথে সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যোগ্য শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের তরফ থেকে গত সোমবারই জানানো হয়েছিল বুধবার ফের পথে নামতে চলেছেন তাঁরা। আর সেই ঘোষণা অনুসারে বুধবার পথে নামে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের যোগ্য অধিকার মঞ্চ। মিছিল করা হয়, করুণাময়ী থেকে এসএসসি ভবন পর্যন্ত। এদিকে এদিন এসএসসি ভবনে ছিলেন না চেয়ারম্যান। তবে তাঁদের দাবিতে অনড় চাকরিহারারা। বৃষ্টি মাথায় করে স্লোগান দিতে দিতে এসএসসি ভবনের সামনেই অবস্থানে বসেন। এদিকে এসএসসি ভবনের সামনে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাখা হয়েছিল আগেই থেকেই। উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিপুটি কমিশনার অনিশ সরকার। সামনের সারিতে এসেই চাকরিহারাদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। প্রথমে উইপ্রো মোড় থেকে করুণাময়ী যাওয়ার রাস্তা বন্ধ থাকলেও পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। প্রসঙ্গত, ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারান শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষাকর্মীরাও। তবে ১৭ এপ্রিল শীর্ষ আদালতের রায়ে শিক্ষকদের জন্য খুলে রাখা হয়েছিল একটি পথ। তাতে শীর্ষ আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাকরি করতে পারবেন। এদিকে বঞ্চিত হন শিক্ষাকর্মীরা। এরপর তাঁদের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, গ্রুপ-সি ২৫ হাজার ও গ্রুপ-ডি কুড়ি হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। তবে এখানেও বাদ সাধে হাইকোর্টের রায়। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর ফের পথে নামার ডাক দেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। তাদের পক্ষ থেকে তিনটি দাবি সামনে রাখা হয়েছে। প্রথম দাবি, যোগ্য ১২৫৫ জন গ্রুপ-সি এবং যোগ্য ২১৩৯ জন গ্রুপ-ডি অর্থাৎ সাকুল্যে ৩৩৯৪ জন যোগ্য শিক্ষা কর্মীর সার্টিফাইড লিস্ট এসএসসিকে অবিলম্বে প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয় দাবি, সব ওএমআর কপি যেগুলি সিবিআই উদ্ধার করেছে তারর স্ক্যান কপিগুলি অবিলম্বে এসএসসির ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। আর তৃতীয় দাবি হল, এই ৩৩৯৪ জন যোগ্য শিক্ষাকর্মীকে অবিলম্বে আইনি পদ্ধতি মেনে স্কুলে ফেরাতে হবে। এই দাবিগুলিকে সামনে রেখেই বুধবার বেলা ১ টা নাগাদ করুণাময়ী থেকে মিছিল করে এসএসসি ভবনের সামনে আসেন চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা। নিজেদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি অফিসের সামনে বসে থাকার ঘোষণা করেছেন যোগ্য শিক্ষাকর্মী অধিকার মঞ্চের সদস্যরা।

বরানগরে বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টাকা চেয়ে না পেয়ে বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। যদিও বাবাকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন অভিযুক্ত ছেলে। বরানগর থানার শিশির কুমার দাঁ রোডের ঘটনা। মৃতের নাম ললিতকুমার অধিকারী (৭৪)। ধৃত গৌতম অধিকারী (৫২)। অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মাঝে মধ্যেই টাকা চেয়ে অশান্তি করতেন গৌতম। বুধবার ভোর রাতের দিকে টাকা-পয়সা নিয়ে বাবা-ছেলের মধ্যে তুমুল অশান্তি হয়। এরপরেই বাবার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ খুন করেন পুত্র গৌতম। পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার খুব সকালে গৌতম অধিকারী থানায় এসে আত্মসমর্পণ করেন। গৌতম জানান, ভোর রাতের দিকে বালিশ চাপা দিয়ে তিনি নিজের বাবাকে খুন করেছেন। বাঘাযতীন রোড এলাকার বাসিন্দা মৃতের কন্যা রেণু অধিকারী এসে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে গৌতম অধিকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের কন্যা রেণু অধিকারী জানান, ভাই আর বাবা ওই বাড়িতে থাকতেন। ভাই অটো চালাত এবং খুব নেশা করত। বাবার কাছে টাকা চেয়ে ভাই অশান্তি করত। কিন্তু এদিন ভাই বাবাকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে থানায় আত্মসমর্পণ করেছে। তাঁর দাবি, এটা পূর্ব পরিকল্পিত বিষয় নয়। আচমকা ঘটেছে। সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ এই ধরনের কাজ করতে পারে না।

মানহানি মামলায় হাইকোর্টে স্বস্তিতে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়। সেই মানহানির মামলায় এবার কলকাতা হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রসঙ্গত, উলুবেড়িয়ায় এক সভা থেকে মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। কেন্দ্রের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে ফেরুল কেনা-সহ একাধিক বিষয়ে বেনিয়মের অভিযোগ করেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে মানহানির মামলা করেন মন্ত্রী পুলক। রাজ্যের পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী জানান, কোনও প্রমাণ ছাড়াই শুধুমাত্র মৌখিক তথ্যের ভিত্তিতে অবমাননাকর মন্তব্য করছেন বিরোধী দলনেতা। আর এই অবমাননাকর মন্তব্য শুধু তাঁকেই করা হয়নি, এই মন্তব্য করা হয়েছে দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের বিরুদ্ধেও। এরপরই এই অবমাননার মন্তব্যের জন্য উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে মানহানি মামলা করেন পুলক রায়। এই মামলায় স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন জানান শুভেন্দু অধিকারী। মানহানির এই মামলাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর আবেদনের ভিত্তিতে এদিন নিম্ন আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার উপর স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য। হাইকোর্ট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতে ওই মানহানি মামলার বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে বলে জানায় হাইকোর্ট।

মধুচক্র চালানোর অভিযোগে ভাটপাড়ার মাদরাল থেকে ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাড়ি ভাড়া নিয়েই চলছিল মধুচক্রের আসর। স্থানীয়রা কেউই মধুচক্রের বিষয়ে আঁচ করতে পারেননি। কিন্তু বুধবার দুপুরে পুলিশি অভিযান হতেই মধুচক্রের পর্দাফাঁস। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের মহিলা থানার পুলিশ ও ভাটপাড়া থানার পুলিশ যৌথভাবে আচমকা অভিযান চালায় ভাটপাড়া পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মুখার্জি পাড়া রোডের বকুলতলার একটি বাড়িতে। ওই বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ ভাড়াটিয়া রাহুল সাউ ও তাঁর স্ত্রী-সহ মোট সাতজনকে পাকড়াও করেছে। ধৃতদের মধ্যে তিনজন আবার নাবালিকা। জনবহুল বকুলতলায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে মধুচক্র চালানোয় হতচকিত বাসিন্দারা। ঘটনা নিয়ে বাড়ির মালিক বিজয় চ্যাটার্জি জানান, এগারো মাসের চুক্তিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন নৈহাটির মিত্র পাড়া রোডের বাসিন্দা রাহুল সাউ। একমাস আগে তিনি পরিবার নিয়ে তাঁর বাড়িতে ভাড়া এসেছেন। কিন্তু

ভাড়াটিয়ার ঘরে নিয়মিত মধুচক্রের আসর বসত, তা তিনি জানতেন না। এমনকী পাড়ার লোকজনও এই বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও অভিযোগ জানায় নি। তাঁর দাবি, এদিন পুলিশ হানা দিতেই তিনি জানতে পারেন ভাড়াটিয়া ঘরে মধুচক্র চালাত।

প্রসঙ্গত, বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্রে উল্লেখ রয়েছে, ২০২৫ সালের ৪ মে থেকে ২০২৬ সালের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত ভাড়াটিয়া ওই বাড়িতে থাকবেন। কিন্তু ঘনবসতিপূর্ণ মাদরাল বকুলতলায় মধুচক্রের আসর নিয়ে স্তম্ভিত বাসিন্দারা। যদিও পুলিশের হাতে ধৃত মধুচক্রের মূলপান্ডা ভাড়াটিয়া রাহুল সাউ এই বিষয়ে কিছুই জানাতে চাননি। তল্লাশি অভিযান নিয়ে ব্যারাকপুর সিটি পুলিশের ডিডি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, মাদরাল মুখার্জি পাড়ায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একজন মহিলা-সহ পাঁচ নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেইসঙ্গে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা রাহুল সাউ, অভিজিৎ সাউ, অঞ্জলি সাউ, অঞ্জলি মল্লিক ও বৈশাখী সাউ।

শুক্রবার রথ টানার আনন্দ মাটি করতে পারে বৃষ্টি: হাওয়া অফিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রথ। তবে বৃষ্টি এবার মাটি করতে পারে রথ টানার আনন্দ। কারণ, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শুক্রবার রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বেশিরভাগ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে পশ্চিমের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ঝোড়ো হওয়া সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস সব জেলাতেই রয়েছে। সকাল থেকে থাকবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। একইসঙ্গে হবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিও। দক্ষিণবঙ্গের হুগলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে বাতাসের দাপটও। হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া

এবং পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এই জেলাগুলির পাশাপাশি শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দুই বর্ধমান এবং বীরভূমেও। এদিকে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তারই জেরে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। এই সময় মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে রথযাত্রার পরে এই বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য রথযাত্রায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনায়নি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভারী বৃষ্টি না হলেও বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবারেও। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। রথের দিন শহর কলকাতাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে।

দিদির সঙ্গে বচসা! বহুতলের চারতলা থেকে ঝাঁপ বোনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, যোধপুর পার্ক: যোধপুর পার্কে এক বহুতলের চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী এক তরুণী।

পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁর নাম সায়নী শেখ। বছর একুশের সায়নী কলেজ ছাত্রী। কালনা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন বলেই জানা গেছে। বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে। তবে যোধপুর পার্কে দিদির সঙ্গে এই বহুতলে পেয়িং গেস্ট হিসেবে ভাড়া থাকতেন সায়নী।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানানা, বুধবার বেলা এগারোটা নাগাদ আচমকাই ভারী কিছু পড়ার শব্দ পান তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখেন, রাস্তার উপরে পড়ে রয়েছে ওই তরুণীর রক্তাক্ত দেহ। সঙ্গে সঙ্গেই ওই তরুণীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

ওই বহুতলের অন্যান্য বাসিন্দারা জানান, মাস দেড়েক আগে থেকে ওই বহুতলে ভাড়া থাকছিলেন মৃত তরুণী এবং তাঁর দিদি। তবে মাঝেমধ্যেই দিদির সঙ্গে ওই তরুণীর কথা কাটাকাটি হত বলে জানান তাঁরা।

এদিকে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণী ১৫ বছর বয়স থেকেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। এদিকে বুধবার সকালে পারিবারিক একটি বিষয় নিয়ে ফের দিদির সঙ্গে বচসা শুরু হয় তাঁর।

এরপরই আচমকা চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন তিনি। তরুণীর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তাঁর দিদি এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা মনে হলেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ।

EKDIN 26.06.2025 PAGE 4_Layout 1 6/25/2025 9:26 PM Page 1

সম্পাদকীয়

মধুর লোভে দখলে মরিয়া শাসক দল, একের পর সমবায় নির্বাচন ঘিরে বাড়ছে উত্তেজনা

সামান্য একটা সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একেবারে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। রণক্ষেত্র হয়ে উঠছে এক একটা এলাকা। বচসা, মারদাঙ্গা ছেড়ে দিন, বোমা, গুলির ঘটনাও শোনা যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে সংবাদের শিরোনামে বারবার উঠে এসেছে এই জাতীয় খবর। তৃণমূল জমানার এটা চেনা ছবি। বেশি দূর যেতে হবে না, সোমবারের ঘটনাই ধরুন। গোসাবার রাঙাবেলিয়া পঞ্চায়েতের বাগবাগান কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সোম ও মঙ্গলবার ছিল মনোনয়ন জমার দিন। সেই মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে এক্কেবারে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। বলাই বাহুল্য অভিযোগের তির রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের দিকেই। বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করলে বিজেপি কর্মীদের মারধর করে মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। সর্বশেষ খবর, শেষ পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীরা কেউই মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি। নিট ফল, বিনা যুদ্ধে সমবায়ের রাশ চলে আসছে তৃণমূলের হাতে। কদিন আগে একই ভাবে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হুগলির নবগ্রাম। ঘটনার কেন্দ্র নবগ্রাম পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচন। সেখানেও দেখা গিয়েছে শাসকদলের মাসলম্যানদের মরিয়া আস্ফালন। মোদ্দা কথা, যে ভাবেই হোক সমবায়ের দখল চাই। এটা এখন বুঝে গিয়েছে শাসক দলের স্থানীয় নেতারা। তাঁদের এখন মধু খাওয়ার নেশা। কোনও মৌচাকই ছাড়তে নারাজ তাঁরা। লোকসভা, বিধানসভা আসন থেকে রাজ্যের সিংহভাগ পুরসভা, পঞ্চায়েত তাঁদের দখলে। তাহলে সমবায়গুলিও কেন বাদ যাবে? তাই এবার সেগুলোর দখলদারিও চাই। বাম আমল থেকে এক ট্র্যাডিশন। তৃণমূল জমানায় একাধিক সমবায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগে সরব হয়েছেন গ্রাহকরা। টাকা রেখেও মিলছে না। অজস্র অভিযোগ। কিন্তু সে সবে কান দিতে নারাজ শাসক। তাদের পকেট ভরলেই হল।তাই সমবায় দখলে মরিয়া শাসক। নির্বিকার পুলিশ, প্রশাসন। অতএব ছবিটা বদলানোর কোনও সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না।

শব্দবাণ-৩১২

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২.কম্পন ৩. শরীরে নির্মল হাওয়া লাগানো ৬. উদ্যান ৭.ক্ষমতা, অধিকার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. জন্মকালীন রাশিচক্র ২. পর্যঙ্ক ৪. সেই স্থানের ৫. পদ্মপাতা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১১

পাশাপাশি: ১. বৈধর্ম ২. জৈমিনি ৫. দুনিয়া ৮. কায়স্থ ৯. চাবুক।

উপর-নীচ: ১. বৈণিক ৩. নিরিখ ৪. অনিন ৬. লত্তিকা ৭. মানিক।

জন্মদিন

আজকের দিন

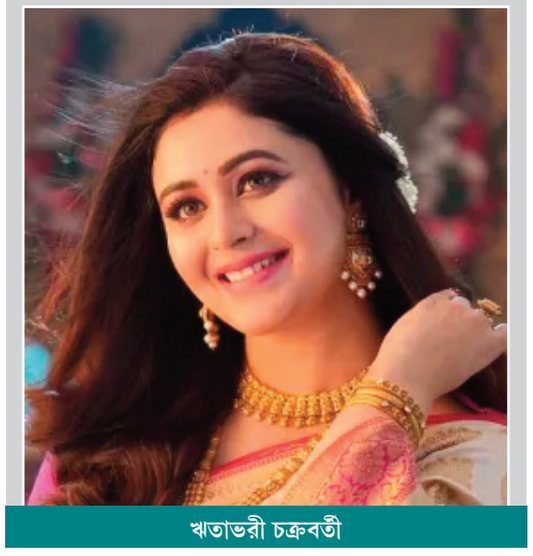

ঋতাভরী চক্রবর্তী

১৮৩৮ *বিশিষ্ট লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৮৭৩ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী গহর জানের জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ঋতাভরী চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

আজ ২৬ জুন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ নিবেদন

সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম মতদ্বৈধতা ছিল পদ্ধতি নিয়ে, মূল লক্ষ্য নিয়ে নয়

শান্তনু রায়

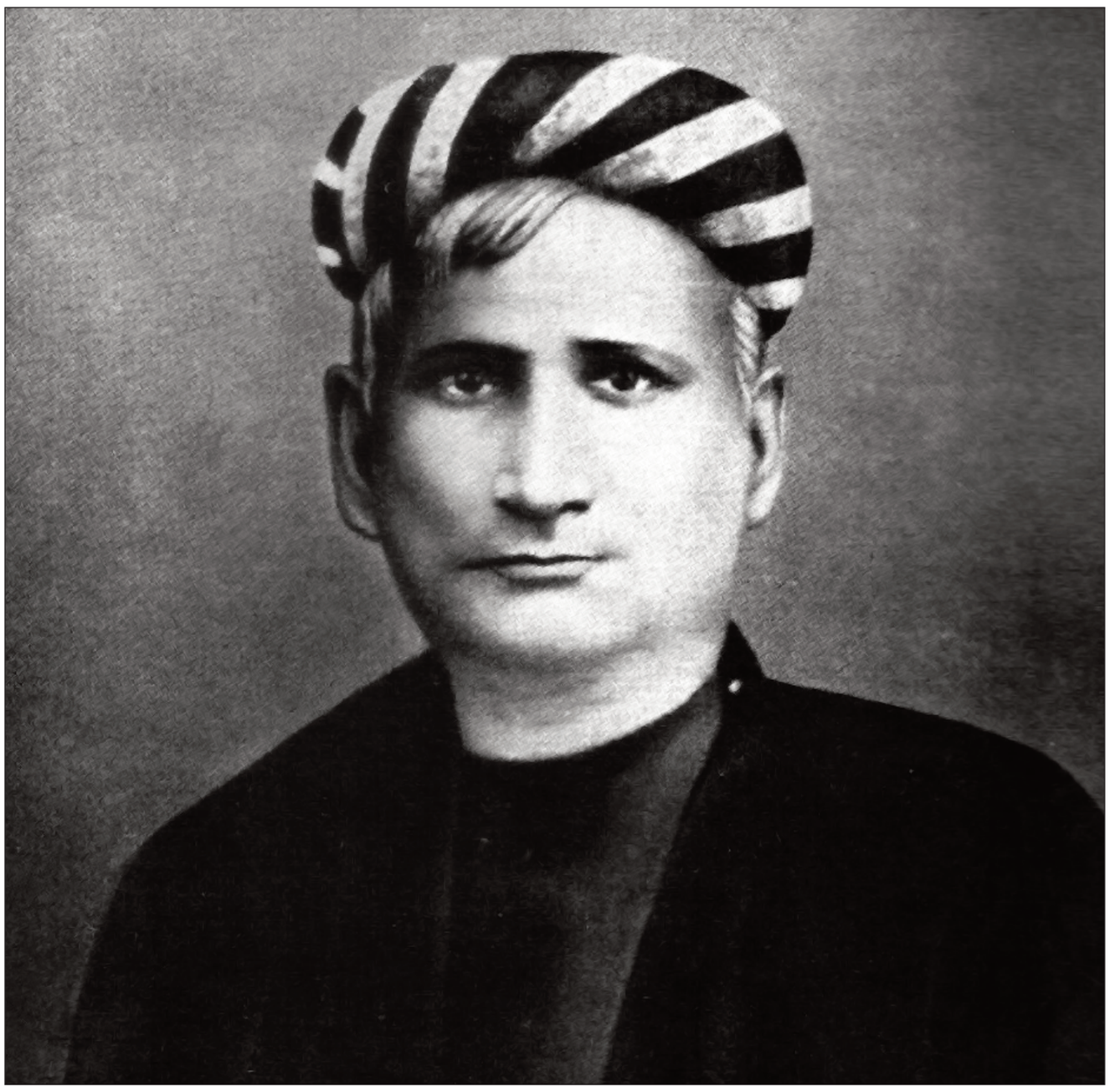

উনিশ শতকের প্রথমপাদে কাঁঠালপাড়ার এক গোঁড়া ব্রাহ্মন পরিবারে জন্মগ্রহন করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কোন গোঁড়ামি ছিলনা। আনন্দমঠের রচয়িতা বিধায় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের কয়েকটি উক্তি বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করে এমন তাঁর বিরুদ্ধে কোন কোন মহল থেকে যা প্রচার হয়ে থাকে তা উদ্দেশ্যমূলক অনৃতভাষন ব্যতীত কিছু নয়। নিজ কর্মজীবনেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ন ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেনে এর যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায় গোপালচন্দ্র রায় এবং আরো অনেকের লেখায়।

কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় বাংলা ও বাঙ্গালীর কল্যানের চিন্তায় তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে তাঁর ঋষিতুল্য দৃষ্টিতে বিচরন করেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্র তাঁর বৈচিত্রপূর্ন বিবিধ প্রবন্ধরাজিতে । 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালা ভাষা' 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এমনতর আরও অনেক গবেষনামূলক প্রবন্ধ তাঁর বিপুল অধ্যবসায়, মেধা এবং মনীষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'বাঙ্গালির বাহুবল' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর উপসংহার ,তঅতএব যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয় (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে,তদর্থে লোকে প্রানপণ করিতে প্রস্তুত হয় (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবেদ।

আবার অন্যত্র বলেছেন, 'বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।নইলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। ...সাহেবরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে ভুরিভুরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন ... কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই'।

প্রসঙ্গত আনন্দমঠ-স্রষ্টা বঙ্কিমকে সমালোচনায় বিদ্ধ করতে প্রয়াসী কোন কোন মহল থেকে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এমন একটি আখ্যান যে বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।

এখানে আরও একটি বিষয় স্মর্তব্য তাহল,আনন্দমঠ উপন্যাস রচনার প্রায় সাত বছর আগে ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয় বঙ্কিম প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কমলাকান্তের দপ্তর ।তাঁর সমাজভাবনা এবং দর্শন প্রকাশ পেয়েছে এই স্যাটায়ার ধর্মী রচনায়। কারও কারো মতে এটি 'সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যের দর্পন স্বরূপ' এবং কমলাকান্ত যেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন সত্তা যিনি জাতি গঠনের জন্য বিবিধ সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ন্যায়-অন্যায় এমন কি প্রচলিত শ্রেনী বৈষম্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করতে চেয়েছেন তাঁর এই রচনায়। একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না বাংলা সাহিত্যে সাম্য প্রসঙ্গের অবতারনা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম করেন তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্যে।

দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের 'কম্যুনিষ্ট ম্যনিফেস্টো' প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে আর 'দাস ক্যাপিটেল' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ এ; অন্যদিকে কমলাকান্তের দপ্তর প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ যখন বঙ্কিমের বয়স প্রায় ৪৭ এবং তাঁর ব্যতিক্রমী প্রবন্ধ 'সাম্য' ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয় । একথা অনুমান করা নিশ্চয়ই অসমীচীন নয় যে বঙ্কিম যেহেতু সমসাময়িক পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞান,রাষ্ট্রদর্শন ও অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সমন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং 'সাম্য' রচনার সময় বঙ্কিম কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ন ওয়াকিবহাল ছিলেন, হয়ত কিঞ্চিৎ পরিমানে প্রভাবিতও হয়েছিলেন। সাম্য বা কমলাকান্তের দপ্তরের অন্যান্য প্রবন্ধে বঙ্কিমমানসে এর প্রভাবের নিদর্শন অনুভব করা যায়।

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব অনুধাবন করা যায় তাঁর সাম্য গ্রন্থের এই অংশ থেকে- যদি কোনও বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিনী। যদি পুরুষ পত্নী বিয়োগের পর পুনর্বার দার পরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতিবিয়োগের পর অবশ্য, ইচ্ছা করিলে, পুনর্বার পতিগ্রহণে অধিকারিনী।... সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুর্নপরিনয়ে উভয়েই অধিকারী বটে। অতএব বিধবা, বিবাহে অধিকারিনী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্মের অনুরোধে ইহা স্বীকার করেন, তাহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি যিনি বিধবাকে বিবাহে অধিকারীণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও তাহাঁরা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ সমাজের ভয়'।

উল্লেখ্য বঙ্কিমের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে পশুপতি বলেন- আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য করিতে পারিনা। এখন বিধবা বিবাহ করিলে জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব, তখন কে আমাকে ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লাল সেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়া ছিলেন, আমিও সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব'।

অনেকে অবশ্য বিধবা বিবাহের পক্ষে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগকে বঙ্কিম কি মনোভাব পোষণ করতেন সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের সূর্যমুখীর পত্রে বিদ্যাসাগরের বিধবার বিবাহের ব্যবস্থার প্রতি কটাক্ষের বিষয়টি উল্লেখ করেন। কিন্তু এখানে বলার কথা এই যে, প্রথমত উপন্যাসের অন্যতমা চরিত্রের উক্তিকে বিধবা বিবাহের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে গণ্য করা অতিসরলীকরন নয়কি।এতো উপন্যাসের চরিত্রবিশেষের অভিমত— কোনটিই বঙ্কিমের নয়। দ্বিতীয়ত এক্ষেত্রে সূর্যমুখীর ওই কথনের প্রেক্ষিতটিও কি বিবেচ্য হবে না? তাঁর স্বামীর আশ্রিতা পরনারীতে আসক্তিজনিত দ্বিতীয়বার বিবাহের উদ্যোগ তো বহুবিবাহ প্রথার সুযোগগ্রহণ। অমিত্রসূদনও প্রশ্ন রেখেছেন- সূর্যমুখীর প্রকৃত বিরোধ কি বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে, নাকি পুরুষের বহুবিবাহের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে?

বস্তুত সূর্যমুখীর ওই পত্রটিতে বিবাহিত নগেন্দ্রর কুন্দনন্দিনীকে বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ বেদনা প্রতিবাদ ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কুন্দনন্দিনী বিধবাবিধায় নগেন্দ্রর তার পাণিগ্রহণের বিরুদ্ধে সূর্যমুখীর ক্ষোভ নয়, যতই শাস্ত্রের বিধান থাক বিদ্রোহিণী সূর্যমুখীর প্রতিবাদ নগেন্দ্রর বহুবিবাহের বিরুদ্ধেই — এমন ব্যাখ্যাই উঠে আসে ঐ পত্রের নির্যাস থেকে।

অল্পবয়সী বিধবারা জীবনের সব সুখ-আহ্লাদ ত্যাগ করে কেবল একাদশীর উপবাস পালন করে অন্তঃপুরে দিন গুজরান করে যাবে এমনটিও যে বঙ্কিম মানসিকতার বিপ্রতীপ ছিল তা পরিস্ফুট 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে এভাবে — আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে, পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা স্বার্থপর, লোভী কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে, একটা পৈশাচিক কল্পনা।

অন্যদিকে অল্পবয়সী বিধবারা জীবনের সব সুখ আহ্লাদ ত্যাগ করে কেবল একাদশীর উপবাস পালন করে অন্তঃপুরে দিন গুজরান করে যাবে এমনটিও যে বঙ্কিম মানসিকতার বিপ্রতীপ ছিল তা পরিস্ফুট 'ধর্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে এভাবে — আট বৎসরের কুমারী কন্যা বিধবা হইয়াছে, যে ব্রহ্মচর্যের সে কিছু জানে না, যাহা ষাট বৎসরের বুড়ারও দুরাচরণীয়, সেই ব্রহ্মচর্যের পীড়নে পীড়িত করিয়া তাহাকে কাঁদাইতে হইবে, আপনি কাঁদিতে হইবে , পরিবারবর্গকে কাঁদাইতে হইবে, নহিলে ধর্ম থাকে না। ধর্মোপার্জনের জন্য কেবল পুরোহিত মহাশয়কে দাও, গুরুঠাকুরকে দাও, নিষ্কর্মা স্বার্থপর, লোভী কুকর্মাসক্ত ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণদিগকে দাও, আপনার প্রাণপতনে উপার্জিত ধন সব অপাত্রে ন্যস্ত কর। এই মূর্তি ধর্মের মূর্তি নহে , একটা পৈশাচিক কল্পনা।

এমন সংবেদনশীল বঙ্কিমের বিদ্যাসাগর 'বিরোধিতা'র নজির হিসেবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উল্লেখিত হয় বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথা রদের দাবিতে বিদ্যাসাগরের প্রয়াসের প্রেক্ষিতে ১২৮০'র বঙ্গদর্শন পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিম চন্দ্রের 'বহুবিবাহ' নামক প্রবন্ধটি।

একথা সত্য যে বহুবিবাহ প্রথা ও আইনের প্রনয়ণের মাধ্যমে সেই প্রথা নিষিদ্ধকরনের প্রশ্নে সমকালীন বিদ্বৎসমাজের অনেকের সাথেই বিদ্যাসাগরের মতদ্বৈধতা ফলে এক ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল যার আঁচ পড়েছিল সমাজ পরিসরেও।বঙ্কিমচন্দ্রও বিদ্যাসাগরের ঐ প্রয়াসের সমালোচনায় ১২৮০ সনের আষাঢ় সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'বহুবিবাহ' শীর্ষক ঐ প্রবন্ধে কিছু প্রশ্ন উথ্থাপন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহল জাগতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ প্রবন্ধের বক্তব্য কি ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে যদি আইন করেই বহুবিবাহ প্রথা রদ করতে হয় তবে শাস্ত্রের উল্লেখের প্রয়োজন কেন! কারণ শাস্ত্রে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নয় ।তাঁর মতে- 'এ বিষয়ে রাজবিধি প্রণীত করিতে গেলে তাহা কি শাস্ত্র সম্মত হওয়া আবশ্যক?না শাস্ত্রবিরোধী হইলেও ক্ষতি নাই?আর যদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও চলে তবে বহুবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজনে পরিশ্রম করা মাত্র'।

বঙ্কিমচন্দ্র আরও যা লিখেছিলেন তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ-

আর একটি কথা এই যে এদেশে অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারনের জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সে আইন হওয়া উচিত ।হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ ,মুসলমানদের পক্ষে ভাল এমত নহে কিন্তু বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া, মুসলমানের পক্ষেও তাহা কি প্রকারে দণ্ডবিধির দ্বারা নিষিদ্ধ হইবে? রাজব্যবস্থা বিধাতৃগণ কি প্রকারে বলিবেন যে, তবহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ,অতএব যে মুসলমান বহুবিবাহ করিবে তাহাকে সাতবৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইতে হইবে'।

অনেকের হয়ত মনে এ প্রশ্নও জাগতে পারে এ বক্তব্যের দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় 'নেশন বিল্ডার' বঙ্কিমচন্দ্র কি অভিন্ন দেওয়ানী বিধির প্রয়োজনীয়তার দিকেও ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন।

যাহোক, সে প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছিলেন-তযে কয়েকটি কথা বলা আমাদিগের উদ্দেশ্য ,তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত করিতেছি।

১। বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা; যিনি তাহার বিরোধী তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞত্র ভাজন

২। বহুব্বিাহ এদেশে স্বতঃই নিবারিত হইয়া আসিতেছে; অল্পদিনে একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা; তজ্জন্য বিশেষ আড়ম্বর আবশ্যক বোধ হয় না সুশিক্ষার ফলে উহা অবশ্য লুপ্ত হইবে

৩। এ কথা যদিও সত্য বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তবে ইহার অশাস্ত্রীয়তা প্রমাণকরিয়া কোন ফললাভের আকাঙ্খা করা যাইতে পারে না

৪। আমাদিগের বিবেচনায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থে আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থি হয় তবে ধর্ম্মশাস্ত্রে মুখ চাহিব্া আবশ্যক নাই

উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি তিনি বিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ দেশহিতৈষী এবং সুলেখক ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋনে বদ্ধ এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন।আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহা কর্ত্তব্যানুসারে লিখিয়াছি তিনি যদি কর্ত্তব্যানুরোধে বহুবিবাহের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তবে আমাদের এ কথা সহজে বুঝিবেনদ

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় না হলেও পরবর্তীতে ১৮৯২এ প্রকাশিত 'বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড'এ অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ঐ প্রবন্ধের একাংশ পুনর্মুদ্রনকালে বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় লিখেছিলেন-স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন, তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই এই আন্দোলন ভ্রান্তিজনিত ইহাই প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া দ্বিতীয়বার তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে আমি ইচ্ছা করি নাই এক্ষনে তিনি অনুরক্তি বিরক্তি অতীত তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে,এবং আমিও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধাকরি,এজন্য ইহা এক্ষনে পুনর্মুদ্রিত করার ঔচিত্য বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি বিচার করিয়া যে অংশে সেই তীব্র সমালোচনা ছিল তাহা উঠাইয়া দিয়াছি কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে দোষ তাঁহার, না আমার সুবিচার জন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

ইচ্ছা ছিল যে এ সময়ে উহা পুনমুদ্রিত করিব না, কিন্তু তাহা না করিলে আমার জীবদ্দশায় উহা আর পুনর্মুদ্রিত হইবে কিনা সন্দেহ! উহা বিলুপ্ত করাও অবৈধ;কেন না ভালহউক মন্দ হউক উহা আমাদের দেশে আধুনিক সমাজসংস্কারের ইতিহাসের অংশ হইয়া পড়িয়াছে-উহার দ্বারাই বহুবিবাহ বিষয়ক আন্দোলন নির্ব্বাপিত হয়, এইরূপ প্রসিদ্ধি। (বঙ্কিম রচনাবলী)

প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলনের মত বহুব্বিাহ রদকারী আইন প্রণয়ণের দাবিতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেও যেহেতু বড়লাট লর্ড এলগিন আইনের মাধ্যমে এই প্রথা বিলোপে পক্ষপাতী ছিলেন না,সেজন্য বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করে কোন আইন প্রণীত হয়নি।তবে ধীরে ধীরে কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এক সামাজিক জনমত গড়ে ওঠায় ক্রমে এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটে, যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত বিধৃত ছিল বঙ্কিমের উক্ত প্রবন্ধে।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কোন তত্ত্ব বা মূল্যব্যোধকেই নির্দ্বিধায় মেনে নেননি। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকেও যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি বিচার করেছেন। অনেকের মতে তিনি আজীবন তাড়িত হয়েছেন প্রত্যয় ও সংশয়ের দুই বিপরীত মেরুতে। পরিশেষে উল্লেখ্য অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান অভিমতটি — বিদ্যাসাগর চিরজীবন সমাজের পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে লড়েছেন, বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে বঙ্কিমের মনোভাবের কোনও বিরোধ ছিল না।

এই মনীষির ১৮৭ তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অবিস্মরনীয় কীর্তির কথা রাজনৈতিক পরিসরের বাইরেও গুরুত্বসহ পর্যালোচনায় বর্তমান প্রজন্মকে বাঙ্গালীর আত্মগরিমার যথার্থ প্রেক্ষাপটে আরও একবার স্মরন করিয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব আমাদের সকলের।

দুর্ভাগ্য এই যে বিশ্বায়নের যুগে আত্মবিস্মৃত মোহগ্রস্ত বাঙ্গালীর অনুভবে আজ হয়ত গুরুত্ব হারাচ্ছে বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের অন্যতম যাঞ্জিক বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরন করার নিষ্ঠা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হুমায়ুনের দেওয়া টাকা ফেরালেন তামান্নার মা

আলিফা আহমেদ দেখা না-করায় ক্ষোভপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবিরের টাকা ফেরালেন কালীগঞ্জের মৃত নাবালিকার মা সাবিনা বিবি। সরকার তথা তৃণমূলের কোনও আর্থিক অনুদান নিতে চান না। তাই হুমায়ুনের খামে ভরা টাকা হাতে না নিয়েই ফিরিয়ে দিলেন তিনি। হুমায়ুন বোঝাবার চেষ্টা করলেন, তিনি একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আর সেই সংগঠনের তরফ থেকেই কিছু আর্থিক সাহায্য দিচ্ছিলেন কিন্তু সেই আর্থিক সাহায্য ফিরিয়ে দিলেন মৃত নাবালিকার মা। তার ক্ষোভ একটাই, আলিফা যখন প্রচারে এসেছিলেন তাঁর মেয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল দেখবার জন্য। সিপিআইএম করলেও সেদিন প্রার্থীকে দেখতে গিয়েছিল রাস্তায়। আজ যার জন্য তাঁর মেয়ের মৃত্যু হল সে একটি বারের জন্য আসার প্রয়োজন মনে করলেন না এটিই তাঁর ক্ষোভ। রাজ্যের বিরোধী দলের নেতৃত্ব কালীগঞ্জের মোলান্দি বেলেপাড়ায় এলেও তৃণমূলের কাউকে দেখা যায়নি। একটিবারের জন্য আসেননি, নবনির্বাচিত বিধায়ক আলিফা আহমেদ এটাই নাবালিকার মা সাবিনা বিবির ক্ষোভ। এদিন মলান্দি গ্রামে মৃত নাবালিকার বাড়িতে এসেছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন নওশাদ। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নওশাদ জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গে ভোট এলেই মারামারি খুনোখুনি হয়। ভোট এলেই সংখ্যালঘু খুন না হলে সেই ভোট সম্পন্ন হয় না। সংখ্যালঘুদের খুন হতেই হবে, নিচু ধর্মের মানুষকে খুন হতে হবে, না হলে নির্বাচন তাদের কাছে অসম্পন্ন।’ নওশাদের আরও বক্তব্য, ‘প্রশাসন জানতো এই গ্রাম উত্তপ্ত হতে পারে, তারপরেও প্রশাসন কোনও রকম ব্যবস্থা নেয়নি। এই ঘটনার জন্য দায়ী সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন।’ নওশাদ এদিন মোলান্দি গ্রামে দাঁড়িয়ে দাবি করেন, ‘সিবিআই এর উচিৎ কোনও বিচারকের নেতৃত্বে সিট গঠন করে তদন্ত করা। শুধু অপেক্ষা করা হচ্ছে পুলিশ কজনকে গ্রেপ্তার করতে পারে তার ওপর।’ তামান্নার মৃত্যু নিয়ে আইনি লড়াই চলবে বলে জানিয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশা সিদ্দিকী। এবং প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তার বার্তা এই গ্রামে হানাহানি বন্ধ করতে হবে।

তামান্নার পরিবারের পাশে নওশাদ

কমিশনের গাইডলাইন মেনে বিএলও পদে নিযুক্তির কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সুষ্ঠুভাবে আসন্ন নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে ইতিমধ্যে বিশেষ প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। সেই মতো তৎপরতা বেড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা নির্বাচনী আধিকারিক-এর দপ্তরে। কেননা ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারদের নাম তোলা, সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তত্ত্বাবধানে। নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে এবার বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে কমিশন। এরফলে নির্বাচন সম্পর্কিত কাজে এবার দায়িত্ব আরও বাড়ল বলেই মনে করছেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ডা. হারিশ রশিদ জানান, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করছি। বিএলও হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কিত বিষয়ে আমাদের সার্ভে চলছে। সম্পূর্ণ সার্ভে হয়ে গেলে তবেই আমরা এবিষয়ে বলতে পারব। তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে বিএলও পদে নিযুক্ত করব।’

উল্লেখ্য, সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) পদে পূর্ণ সময়ের শিক্ষকদের নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল বুথ লেভেল অফিসার পদে নিয়োগ গ্রুপ সি বা তার উচ্চ পদমর্যাদার আধিকারিককে করতে হবে। আর সেই ধরনের কর্মী না পাওয়া গেলে জেলা নির্বাচনী আধিকারিক লিখিত শংসাপত্র দিয়ে সেই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে জানাবেন। সে ক্ষেত্রে অনুমতি মিললে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী, চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকা অথবা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেই শর্ত কিছুটা শিথিল করে এবার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে বলেই কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে। তবে সেক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যে সব স্থায়ী সরকারি শিক্ষকরা বেতনের সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা পান এবং তাঁদের যদি রাজনৈতিক পরিচয় না থাকে, এক্ষেত্রে নিয়োগ করা যেতে পারে। তবে চাকরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের বিএলও হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না।

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে মোট ভোটার রয়েছেন প্রায় ১৩,২৪,৪৮৬ জন। ভোটার তালিকায় নাম তোলা, সংশোধন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুলির দায়িত্ব পালন করে থাকেন বিএলও-রা। তাঁরা মূলত নির্বাচন কমিশন এবং ভোটারদের মধ্যে সেতুবন্ধন এর কাজ করেন। জেলায় প্রায় ১,৩৪৩ জন বিএলও কে এই কাজে লাগানো হবে। প্রতিটি পোলিং স্টেশনে সাধারণত একজন করে বিএলও থাকবেন। ইতিমধ্যে ৬ জন দিল্লি থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরেছেন। এই কাজে সঙ্গে যুক্ত হতে চলা নতুন বিএলওদের শীঘ্রই প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর সূত্র জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা ওসি ইলেকশন তপন সরকার জানান, ‘ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সারা বছর ধরেই চলে। নতুন বিএলও-দের তালিকা চূড়ান্ত হয়ে গেলে আমরা একটি ছোট গ্রুপ করে এক মাসের মধ্যে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলব।’

জগন্নাথের প্রসাদ বিতরণ পাণ্ডবেশ্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: রাজু জুড়ে চলছে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রসাদ বিতরণ কর্মসূচি। রাজ্যের শাসক দলের লোকেরা এলাকার ব্লকে ব্লকে এবং বিভিন্ন রেশন দোকান থেকে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণ করছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। ঠিক সেরকমই বুধবার ছিল পাণ্ডবেশ্বরের বাকোলার ইন্দিরা চক এলাকায় জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণের কর্মসূচি। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতির নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিজে উপস্থিত থেকে এলাকার মানুষের হাতে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ তুলে দেন। এমন সময় ঘটে এক অনন্য নজির। প্রসাদ হাতে নিয়ে ‘জয় জগন্নাথ’ বলে উঠলেন এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। জগন্নাথ দেবের প্রসাদ হাতে নিয়ে মহম্মদ জাকির হোসেন জানান, ‘আমরা এলাকায় হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে ভাই ভাই রূপে বসবাস করি।’ তিনি বলেন, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেমন সব ধর্মকেই মেনে চলেন, আমাদের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেমন সব ধর্মের মানুষের সমস্ত উৎসবে উপস্থিত থাকেন।’ মহম্মদ জাকির হোসেন আরও জানান, ‘যেমন আজমের শরীফ থেকে কোনও প্রসাদ নিয়ে এলে আমরা হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে সেই প্রসাদ গ্রহণ করি, ঠিক সেই রকমই আজ জগন্নাথ দেবের প্রসাদ ভক্তির সহিত গ্রহণ করলাম।’

লায়ন্স ক্লাব অফ উখড়া গ্রেটারের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: বুধবার লায়ন্স ক্লাব অফ উখড়া গ্রেটারের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় বাঁকোলা এরিয়ার গুলমোহর ক্লাবে। ৬০ জন রক্তদাতা এদিন স্বেচ্ছায় রক্তদান করলেন। এদিনের সংগৃহীত রক্ত পাঠানো হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক পল্লব আচার্য, উখড়া আউটপোস্টের আইসি ছাড়াও ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব উখড়া গ্রেটারের সদস্যবৃন্দরা। লায়ন্স ক্লাব উখড়া গ্রেটারের সভাপতি সোমা রায়চৌধুরী জানান, ‘লায়ন্স ক্লাব সারা বছর মানুষের পাশে থাকে। নানান সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তারা বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা এবং অপারেশনের জন্য প্রসিদ্ধ।’ তিনি আরও বলেন, ‘আগামী দিনে এলাকার প্রত্যেকটি স্কুলে বাচ্চাদের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। চক্ষু পরীক্ষার পাশাপাশি তার চিকিৎসা এবং প্রয়োজনে অপারেশনের খরচ বহন করবে তাঁদের সংস্থা।’ রক্তদান প্রসঙ্গে ডঃ পল্লব আচার্য বলেন, ‘স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রত্যেকটা মানুষেরই রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত।’

অন্ডালে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু রেলকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অন্ডালের বক্স এন্ড ডিপো ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল এক রেল কর্মীর নাম বিদ্যুৎ দে (৩৫)। সূত্রপাত জানা যায় বিদ্যুৎ ধানবাদের রাজগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। রেলের হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ তার সহকর্মীদের। বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ অন্ডাল রেলের বক্স এন্ড ডিপো ডিপার্টমেন্টে কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বিদ্যুৎ দে নামে ওই রেল কর্মীর। রেল কর্মীর সহকর্মীদের দাবি, প্রচন্ড বৃষ্টিতে সেডের জল জমা ছিল আর তাতেই বিদ্যুৎপষ্ট হয়ে পড়েন বিদ্যুৎ। আহত বিদ্যুৎকে অ্যাম্বুলেন্সে করে আনতে অনেক সময় ব্যায় হয় বলে অভিযোগ। সময়ে পাওয়া যায়নি অ্যাম্বুলেন্স, নেই কোন স্ট্রেচারের ব্যবস্থা। শশী রঞ্জন কুমার নামে মৃত বিদ্যুতের এক সহকর্মী জানান, এই ঘটনার জন্য পুরোপুরি ভাবে রেল কর্তৃপক্ষ দায়ী। সহকর্মীর মৃত্যুতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্যান্য কর্মীরা। দলের রেলের হাসপাতালে বাইরে চলে বিক্ষোভ। এই ঘটনার জন্য রেলের যে সকল আধিকারিক দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সাজার আবেদন।

সোনামুখী ব্লকের নারায়ণ সুন্দরী গ্রামে উদ্ধার বিশালাকৃতী ইন্ডিয়ান রক পাইথন। ৮ ফুট লম্বা এবং প্রায় ১২ কেজি ওজনের পাইথনটিকে সোনামুখী বনদপ্তরের কর্মীরা গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেন।

রথের গায়ে চার যুগের ইতিহাস বর্ণিত, পিতলের রথেই মাসির বাড়ি যান জগন্নাথ

সুজিত ভট্টাচার্য্য ● কাঁকসা

প্রতি বছর রথযাত্রাকে ঘিরে চরম উন্মাদনা দেখা যায় কাঁকসার বনকাটি পঞ্চায়েতের অযোধ্যা গ্রামে। গত কয়েকশো বছর ধরে সাড়ম্বরে রথযাত্রার আয়োজন হয়ে আসছে কাঁকসা ব্লকের বনকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে। এই গ্রামের রথের বিশেষত্ব হল গোটা রথটি পিতলের তৈরি। পিতলের তৈরি রথের গোটা গায়ে চার যুগের ইতিহাস বর্ণিত আছে। প্রতিবছর রথের দিন সকাল থেকে শুরু হয় পুজোপাঠ। যাকে ঘিরে গ্রামের মানুষদের চরম উৎসাহ থাকে দেখার মতো। প্রতিবছর রথের দিন এলাকার মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন জেলার মানুষ ভিড় জমান অযোধ্যা হাটতলায়। অযোধ্যা গ্রামের বাসিন্দা লালু রায় জানিয়েছেন, এই গ্রামের রায় পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় মুখোপাধ্যায় পরিবারে। মুখোপাধ্যায় পরিবারের ছেলের লাখ্যা এবং গালার ব্যবসা ছিল। তিনি বীরভূমের ইলামবাজারে এই ব্যবসা করতেন। সেই ব্যবসার একদিনের মুনাফা থেকে পিতলের রথটি তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। একসময় বিশাল আকার রাজপ্রাসাদের মতো তাঁদের বাড়ি ছিল অযোধ্যা গ্রামে। বর্তমানে তাঁর ধ্বংসাবশেষ এখনও গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। সেই গ্রামেই রাখা থাকে এই পিতলের তৈরি রথ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এই পিতলের রথে সমুদ্র মন্থন থেকে শুরু করে রাম রাবণের যুদ্ধ সবই খোদাই করা রয়েছে রথের গায়ে। জানা গিয়েছে, ‘বাংলা সহজ পাঠের অনেক ছবি এই রথের গায়ের ছবি থেকেই নেওয়া হয়েছে।’ সারা বছর ধরে গ্রামের মানুষ অপেক্ষায় থাকেন এই রথের মেলার জন্য। প্রত্যেক বছর রথের দিন রায় পরিবারের বাড়ি থেকে এই রথ টেনে নিয়ে আসা হয় অযোধ্যা হাটতলায়। গভীর রাত পর্যন্ত এই রথ অযোধ্যা হাটতলায় থাকে। পরে সেটি পুনরায় রায় পরিবারে ফেরত আনা হয়। একই ভাবে উলটো রথের দিনেও রথ টেনে নিয়ে আসা হয় অযোধ্যা হাটতলায়। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো অযোধ্যা হাটতলায় বসে মেলা। রথের দিন যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই গোটা এলাকায় মোতায়েন থাকে কাঁকসা থানার পুলিশ।

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN : L27101WB2015PLC208523
ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডি : cs@coolcapsindustries.in

বোনাস ইকুইটি শেয়ার ইস্যুর রেকর্ড তারিখের বিজ্ঞপ্তি

পরিচালনা পর্ষদ ১৪ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় সুপারিশ করে এবং পরবর্তীতে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা ১১ জুন, ২০২৫ তারিখে ১:১ অনুপাতে ইকুইটি শেয়ারের বোনাস ইস্যু অনুমোদন করে, অর্থাৎ, রেকর্ড তারিখে শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক ধারণকৃত প্রতি ১ (এক) বিদ্যমান ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১ (এক)টি নতুন সম্পূর্ণ আদায়দত্ত ইকুইটি শেয়ার।
বোনাস শেয়ারের জন্য প্রাপ্য ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের নাম নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, পরিচালনা পর্ষদ শুক্রবার, ৪ জুলাই, ২০২৫ তারিখ রেকর্ড তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বোনাস শেয়ারগুলি কোম্পানির সেইসব ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের বরাদ্দ করা হবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে বা ডিপোজিটরির রেকর্ডে রেকর্ড তারিখে সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে উপস্থিত থাকবে।
বোনাস শেয়ারগুলি বরাদ্দের পরে, বিদ্যমান ইক্যুইটি শেয়ারের সাথে সমস্ত দিক থেকে প্যারি-পাসু ব্যাঙ্ক পাবে এবং একই অধিকার বহন করবে এবং নতুন ইক্যুইটি শেয়ার বরাদ্দের পরে সুপারিশকৃত এবং ঘোষিত যেকোনো লভ্যাংশ এবং অন্যান্য কর্পোরেট অ্যাকশনে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকারী হবে।
উপরোক্ত বিবরণগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.Coolcapsindustries.in) এবং কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে, অর্থাৎ, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (www.nseindia.com) পাওয়া যাবে।

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড’এর পক্ষে
স্বা/-
রাজীব গোয়েঙ্কা
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

এসবিআই এসএমই সেন্টার হাওড়া (১৫৭৪৯)
১০৬, কিরণ চন্দ্র সিংঘ আরসি, গ্যাঞ্জেস গার্ডেন কমপ্লেক্স
এ-১ বিল্ডিং, ২য় তল, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২
ই-মেল - sbi.15749@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c. No. 42288702714 (TL)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২০.০১.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স শিবম এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা শ্রীমতী শিবানি কাঁড়ার গ্রাম - শিবতাল, পো. এবং থানা - আমতা, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১৪০১** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৭,২১,৩৬৯.১৬ টাকা (সাত লাখ একুশ হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা এবং ষোলো পয়সা) ২০.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দিতে দাবি নোটিশ পাঠানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৪ জুন ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমইসি এবং এসএআর উইং, হাওড়া** নিকট বকেয়া **৭,২১,৩৬৯.১৬ টাকা (সাত লাখ একুশ হাজার তিনশ উনসত্তর টাকা এবং ষোলো পয়সা) ২০.০১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্রম নং	বিবরণ	তৈরি এবং বছর	মডেল	মূল্য (টাকা)
১	পেপার কাপ মেকিং মেশিন	সরবরাহকারী :- জয় মাতা দি ইঞ্জিনিয়ারিন, ২০২৩	ইলেক্ট্রিক্যাল মোটর -১০০ শতাংশ ব্র্যান্ডেড ওয়ারেন্টি সহ। ওজন : ১৬০০ কেজি-২০০০ কেজি। বিদ্যুৎ সরবরাহ : তিন বা ত্রি ফেজ। পাওয়ার উৎস : ২২০-৩৮০ ভোল্ট (৫০এইচজেড, ৩.৫-৪ ইউনিট/ঘণ্টা), ডাইমেনশন : ২৬০০’ ১৩৫’ ১৭০০এমএম(এলবিএইচ)।	৭,০০,০০০.০০ টাকা (ট্যাক্স ইনভয়েস জেএমডি/৬৬৯ তারিখ ২৭.০৯.২০২৩ অনুযায়ী)

তারিখ - ২৪.০৬.২০২৫
স্থান - আমতা, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
বাঁকুড়া এসপি মুখার্জি রোড শাখা
পরিশিষ্ট - IV (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং,
৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল,
জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০
ইমেল : zochinsurah@indianbank.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৭.০১.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা সুরজ ট্রেডিং স্বত্বা শ্রী দীনবন্ধু নন্দী (ঋণগ্রহীতা), শ্রী দীনবন্ধু নন্দী (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী আলো নন্দী (জামিনদাতা) বাঁকুড়া এস পি মুখার্জি রোড শাখা নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৫৭,২৮,৪২৮.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ আঠাশ হাজার চারশ আঠাশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা, বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৪ জুন ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৫৭,২৮,৪২৮.০০ টাকা (সাতান্ন লাখ আঠাশ হাজার চারশ আঠাশ টাকা) এবং পরবর্তী পুঞ্জীভূত সুদ সহ।**
“এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।”

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সম্পদের নির্দিষ্ট বিস্তারিত যা জামিনদত্ত হিসেবে প্রদত্ত নিম্নোক্ত মতে :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলা : বাঁকুড়া, থানা : বাঁকুড়া, রাজগঞ্জ মহল্লা, ডিএসআর বাঁকুড়া এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস বাঁকুড়া, বাঁকুড়া, মৌজা : বাঁকুড়া, জেএল নং ২১১, প্লট নং সিএস ২৮১৬, কে এইচ নং ১২০৯ (সিএস), কে এইচ নং ১০৪৮ (দলিল অনুযায়ী) পুরসভা হোল্ডিং নং / প্রেমিসেস নং ৩০৪, রাজগঞ্জ মহল্লা, বাঁকুড়া পুরসভা, পো এবং থানা : বাঁকুড়া, জেলা : বাঁকুড়া, শ্রেণি : বাস্তু, পরিমাণ এরিয়া ০.০৩০ একর জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন এবং বাণিজ্যিক দোকান/ সংস্থা নাম এবং কেতা সুরজ ট্রেডিং কোং। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** পুরসভা সড়ক, **দক্ষিণে :** সম্পত্তি প্লট নং ৭৩৮৭, **পূর্বে :** জমি প্লট নং ৭৩৮০ এবং ৭৩৭৯, **পশ্চিমে :** প্লট নং ৭৩৮২, ৭৩৮৪ এবং ৭৩৮৫।

তারিখ : ২৪.০৬.২০২৫, স্থান : বাঁকুড়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - ৪এ
(রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি
বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যা আছে” এবং “যেখানে যেমন আছে”** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৩.০৭.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	**শ্রী সরিৎ চৌধুরী,** পিতা শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ৫ম লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পব, এবং **শ্রীমতি ঝর্ণা চৌধুরী,** স্বামী শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ৫ম লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পব। **শাখা : মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং জি-১, একতলায় পরিমাণ ৬৪৩, বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৫৩৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া বহুতল ভবনে চৌধুরী প্লাজা, অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ১৮১০, আরএস খতিয়ান নং ১১৪১৪, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩/২১৬/এ/১২, বি সি রায় লেন ৫ম লেন, বিক্রয় দলিল নং ৪৭১৪ -২০১৬ সালের তারিখ ১৪.১২.২০১৬, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১০৫৭৫৬ থেকে ১০৫৭৭৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, হুগলি, রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মোড়পুকুর, রিষড়া, জেলা : হুগলি, সম্পত্তি শ্রী সরিৎ চৌধুরী এবং শ্রীমতি ঝর্ণা চৌধুরীর নামে।	**১৯,৪৯,৭০১ টাকা (উনিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশ এক টাকা) ২৫.০৬.২০২৫** অনুযায়ী এবং **২৬.০৬.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১০,০০,০০০ টাকা (দশ লাখ তেষট্টি হাজার)** খ) **১,০০,০০০ টাকা (এক লাখ টাকা)** গ) **২০,০০০ টাকা (কুড়ি হাজার টাকা)** ঘ) IDIB50360501050 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) স্বত্ব দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৩.০৭.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.baanknet@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৭২৭৭০৬৪০০০)/ ২. বিবেক কুমার, শাখা ম্যানেজার (মোবইল : ৯৫৫৫৩৬৩৬৫৪)
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **“যেখানে যেমন অছে”, “যেখানে যা আছে”, এবং “যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”** ২৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ডি এইচ রোড শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১৫,৩৮,১৯৫.০০ টাকা** (পনের লাখ আটত্রিশ হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা) **১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায় করা হবে **(১) শ্রী তারাপদ ভৌমিক (স্বামী, জামিনদাতা এবং শ্রীমতী সুস্মিতা ভৌমিক-এর আইনি উত্তরাধিকারী)** পিতা পুলিন চন্দ্র ভৌমিক **(২) শ্রীমতী পূজা ভৌমিক (কন্যা এবং শ্রীমতী সুস্মিতা ভৌমিক-এর আইনি উত্তরাধিকারী** পিতা শ্রী তারাপদ ভৌমিক **এবং (৩) শ্রীমতী বৈশাখী ভৌমিক (কন্যা এবং শ্রীমতী সুস্মিতা ভৌমিক এর আইনি উত্তরাধিকারী,** পিতা শ্রী তারাপদ ভৌমিক **প্রয়াত - ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** ৯২, নফর চন্দ্র দাস রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** হোটেল রায়চক, গ্রাম - রায়চক, পো. মাহেশ্বরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৬৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. শ্রী তারাপদ ভৌমিক (শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিকের স্বামী, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী) (প্রয়াত -ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা), পিতা পুলিন চন্দ্র ভৌমিক, ৯২ নফর চন্দ্র দাস রোড,বেহালা, কলকাতা : ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** হোটেল রায়চক, গ্রাম : রায়চক , পো : মহেশ্বরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৬৮। ২. শ্রীমতি পূজা ভৌমিক (শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী) (প্রয়াত-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী তারাপদ ভৌমিক, ৯২ নফর চন্দ্র দাস রোড,বেহালা, কলকাতা : ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** হোটেল রায়চক, গ্রাম : রায়চক, পো : মহেশ্বরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৬৮। ৩. শ্রীমতি বৈশাখী ভৌমিক (শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী) (প্রয়াত-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) পিতা শ্রী তারাপদ ভৌমিক, ৯২ নফর চন্দ্র দাস রোড,বেহালা, কলকাতা : ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** হোটেল রায়চক, গ্রাম : রায়চক , পো : মহেশ্বরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৬৮। ৪. শ্রী মানিক গোপাল মুখার্জি (জামিনদাতা), ৩৩, কালীপদ মুখার্জি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৮। খ) ডি এইচ রোড শাখা।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : রায়চক,জেএল নং ৪৮,আরএস এবং এলআর দাগ নং ২, ৪, ৫, আরএস খতিয়ান নং ৬, এলআর খতিয়ান নং ২৪২, স্থানীয় নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মহেশ্বরা, থানা : ডায়মন্ড হারবার, পিন : ৭৪৩৩৬৮,এরিয়া ১৫ ১/৮ ডেসিমেল এবং ২৬ ১৫/৩২ দলিল নং ১১৬৪ তারিখ ২৩.০৩.১৯৮৯, সম্পাদিত এডিএসআর- ডায়মন্ড হারবার এবং দলিল নং ৪৯৬ তারিখ ০৯.০২.১৯৯০ সম্পাদিত -এডিএসআর ডায়মন্ড হারবার, **সম্পত্তি সুস্মিতা ভৌমিক এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সেচ ক্যানাল, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : সেচ ক্যানাল, পশ্চিমে : সাধারণ গ্রামীণ সড়ক।	**১৫,৩৮,১৯৫.০০ টাকা** (পনের লাখ আটত্রিশ হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা) **১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১.৮৮ কোটি টাকা (*)** (এক কোটি অষ্টআশি লাখ টাকা) খ) **১৮.৮০ লাখ টাকা** (আঠার লাখ আশি হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB20076634203** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮১০০০ ০২০২১
(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।
পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.০৬.২০২৫ থেকে ২৭.০৭.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৭.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ - ২২.০৫.২০২৫
স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে ১৫ দফা দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: হিন্দুদের নিরাপত্তা, মহিলাদের সম্মানহানি, প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি ও চাকরি চুরি-সহ ১৫ দফা দাবিতে বিজেপি রাজ্য সভাপতির সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। মূলত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির তরফে এই ডেপুটেশন ও প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। সবমিলিয়ে এদিন প্রায় ১৫ দফা দাবিতে জেলাশাসকের কাছে লিখিত আকারে ডেপুটেশন দেওয়া হয় জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে।

বুধবার জেলা বিজেপির কার্যালয় থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। শেষ হয় জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে। সেখানে একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভাকে কেন্দ্র করে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিনের প্রতিবাদ সভা মঞ্চ থেকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডা. সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা তৃণমূল

কংগ্রেস নামক 'পাপ'কে বঙ্গোপসাগরে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসকে আত্রেয়ী নদীতে বিসর্জন দিয়ে ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসতে চলেছি। সিনেমার শুরুতে মার খায় নায়ক আর শেষে মার খায় ভিলেন। তাই এবার মার খাবে ভিলেন তৃণমূল।' একইসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরও বলেন, 'গত বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আমরা তিনটি আসনে জিতে ছিলাম। এবার আমরা সেই সংখ্যাটিকে দ্বিগুণ করবো। সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় গণনা করে আমাকে হারিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করে আমাকে হারিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি জানেন না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি ছাড়াও বালুরঘাটে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যক্রমে এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায়, তপনের বিধায়ক বুধরাই টুডু, বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ আরও অনেকে।

টোটো চলাচলে মাসিক ১০০ টাকা টোল আদায় পুরসভার, সিদ্ধান্তে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা পুরসভা এলাকায় টোটো চলাচলের উপর মাসিক ১০০ টাকা টোল আদায়কে ঘিরে তীব্র বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পুরসভার যুক্তি, টোটো চালকরা পুরসভার বিভিন্ন পরিষেবা ব্যবহার করেন, তাই এই ফি আদায় ন্যায্য। তবে টোটো চালকদের একটি বড় অংশ এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করছেন, তাঁদের দাবি, এটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং তাঁদের স্বল্প আয়ের উপর বাড়তি বোঝা চাপাচ্ছে পুরসভা। সাধারণত দশ চাকার গাড়ি শহরে প্রবেশ করলে টোল আদায় করা হয়। কিন্তু গুসকরা পুরসভা এবার টোটোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চালু করেছে। প্রতি টোটো পিছু ১০০ টাকা করে মাসিক ফি নেওয়া হচ্ছে এবং এরজন্য দশ চাকার গাড়ির টোল আদায়ের কুপনেই 'টোটো' স্ট্যাম্প দিয়ে রশিদ দেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতি এবং ফি-এর বৈধতা নিয়েই মূলত প্রশ্ন উঠেছে। গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায় এই পদক্ষেপের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে জানিয়েছেন, 'টোটো চালকরা পৌরসভার রাস্তা, পানীয় জল এবং আলো ব্যবহার করছেন। তাই তাঁদের কাছ থেকে সামান্য ফি আদায় করা অন্যায় নয়।' তিনি আরও জানান, 'এই টাকা পৌর তহবিলে জমা হবে এবং এলাকার উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও, টোটো চালকদের সমস্যা সমাধানে একটি ইউনিয়ন গঠনের মাধ্যমে একটি সুসংহত ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে সাধারণ নাগরিকরাও সুবিধা পান।' যদিও টোটো চালকদের অভিযোগ, তাঁদের সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালানো কঠিন। এর উপর মাসিক ১০০ টাকা অতিরিক্ত ফি তাঁদের জন্য বিরাট বোঝা। তাঁরা দাবি করছেন যে শহরের টোটো চালকরা যেহেতু পুরসভায় বাড়ির ট্যাক্স দেন, তাই পানীয় জল বা আলোর জন্য আলাদা করে টোটোর উপর ফি নেওয়া উচিত নয়। বিজেপি পূর্ব বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের দাবি, 'অবৈধভাবে' তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা এই টাকা আদায় করছে। এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি টোটো চালকদের সমস্ত রকম পরিষেবা বিনা পয়সায় দেওয়া হোক বলে দাবি করা হয়। পুরসভার নম্বর পাওয়া টোটো চালক সূর্যদেব মাঝি, মিঠুন মাঝি জানিয়েছেন, 'তাঁদের বলা হয়েছে এই ফি দিলে তবেই তাঁরা শহরে টোটো চালাতে পারবেন, অন্যথায় বাইরে থেকে আসা টোটো ঢুকতে দেওয়া হবে না।' আরেক টোটো চালক বামা রায় জানিয়েছেন, 'তাঁরা টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন, কিন্তু তাঁদের আয় খুবই সীমিত।' পরিবহন দপ্তরের আইন অনুযায়ী টোটোর জন্য এভাবে টাকা আদায়ের কোনো সরকারি নির্দেশিকা নেই। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, গুসকরা পুরসভা কিসের স্বার্থে দরিদ্র টোটো চালকদের কাছ থেকে মাসিক ফি আদায় করছে?

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও রাজ্যের প্রায় সব শহরেই টোটো চলাচল নিয়ে কমবেশি সমস্যা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে ই-রিকশা ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কাটোয়া শহরে এরই মধ্যে ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশন এবং হলোগ্রাম স্টিকার দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। গুসকরা শহরেও টোটোর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে; শহর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ৫০০-র বেশি টোটো নিয়মিত চলাচল করে। দুই মাস আগে প্রায় ৩০০ টোটোকে স্টিকার দেওয়া হয়েছে এবং অভিযোগ, এদের কাছ থেকেই মাসিক ১০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। গুসকরা শহরের টোটো চালকদের মধ্যে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে সামান্য পানীয় জলের ব্যবহারের জন্য কেন প্রতি মাসে ১০০ টাকা দিতে হবে? এই বিতর্ক অদূর ভবিষ্যতে কীভাবে সমাধান হয়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বালি বোঝাই ট্রাক্টরের দাপাদাপি, জেলা সীমানায় রাস্তার বেহাল দশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: একে প্রবল বর্ষা। তার উপর বছরভর বালি বোঝাই শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক্টরের দাপাদাপি। ফলে রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। প্রতিদিনই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে স্থানীয়দের। বারবার রাস্তা সংস্কারের দাবি প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি। তাই বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা এলাকার রাস্তার সারাইয়ের দাবিতে পথে নামলেন গ্রামের মানুষ।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, চোরকোলা মোড় থেকে ভেলাইঘাটা সেতু পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা বছর পাঁচেক আগে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় পাকা করা হয়। রাস্তা নির্মাণের দু-এক বছর যেতে না যেতেই রাস্তা জুড়ে দেখা দেয় গর্ত। সেই গর্তগুলি মেরামতও করা হয়। কিন্তু একদিকে সম্প্রতি ভারী বৃষ্টি আর অন্যদিকে বছরভর বালি বোঝাই শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক্টর যাতায়াতের ফলে ফের বেহাল হয়ে পড়েছে ওই রাস্তাটি। রাস্তার অবস্থা এতটাই বেহাল যে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে শুধু যানবাহন বিকল হয়ে পড়ছে তাই নয়, প্রায় নিয়মিত ঘটছে দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের দাবি, বাঁকুড়া জেলার একেবারে সীমানায় থাকা এই রাস্তা দিয়েই পার্শ্ববর্তী হুগলি ও পশ্চিম মেদিনীপুরে যাতায়াত করেন অসংখ্য মানুষ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে স্থানীয়রা বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও ঘুম ভাঙেনি তাদের। অগত্যা আন্দোলনের পথে হাঁটতে হল চোরকোলা গ্রামের মানুষকে। যদিও স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির তরফে রাস্তার বেহাল দশার কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতির বক্তব্য, 'রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় তৈরী হওয়ায় সেটি সংস্কারের ক্ষেত্রে কিছু প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে। তবে দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের প্রয়োজনের কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। একই সঙ্গে আলোচনা করে ওই রাস্তায় বালি পরিবহন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হবে।'

স্ত্রী খুনে মদ্যপ স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মদ্যপ অবস্থায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করল মালদা আদালতের তিন নম্বর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক। বুধবার বিচারক সুস্মিতা চৌধুরী দোষীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ২ ডিসেম্বর গাজোলের উত্তর নয়াগ্রাম এলাকায় বাড়ির উঠোন থেকে সুন্দরী মুদির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। আইনজীবী অমিতাভ মৈত্র জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ১ ডিসেম্বর বিকেলে মদ্যপ অবস্থায় অভিযুক্ত মনোজ মুদি তার স্ত্রী সুন্দরী মুদিকে বেধড়ক মারধর করে। দরজায় মাথা ঠুকে দেওয়ায় রক্তাক্ত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন সুন্দরী। পরদিন ভোরে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় ৯ জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে বিচারক অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। বিচারক দোষীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আর ও ৬ মাসের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জগন্নাথের প্রসাদের সঙ্গে সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: প্রচণ্ড তাপদাহ। আর তাতে কি? নিতে হবে জগন্নাথদেবের প্রসাদ। তাই ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ নিলেন মস্তাজুল, শামসুদ্দিনরা। বুধবার সম্প্রীতির এমনই ছবি দেখা গেল বারাসত ২ নম্বর ব্লকের দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ধর্মপ্রাণ সংখ্যালঘুদের পাশাপাশি এদিন প্রসাদ নিলেন বলাই, শরৎ, শ্যামলি দাসরাও। তাদের হাতে দুয়ারের রেশনের মাধ্যমে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ তুলে দিলেন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলার প্রতি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া শুরু হয়েছে দীঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। বুধবার বারাসত ২ ব্লকের দাদপুর পঞ্চায়েতের পাকদহ এলাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় রেশন ডিলার মারফত তুলে দেওয়া হল সেই প্রসাদ। প্রসাদ পেয়ে আনন্দিত এলাকার মানুষ।

গোঘাটে তন্ত্রসাধনার নামে নাবালিকাকে 'যৌন নির্যাতন'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তন্ত্রসাধনার নামে সপ্তম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ প্রতিবেশী তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তান্ত্রিকের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে গোঘাট থানার পুলিশ। গোঘাটের বালি পঞ্চায়েতের দীঘড়া এলাকায় ঘটনা। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত তান্ত্রিক প্রফুল্ল রায় পলাতক। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তন্ত্রসাধনার নামে নাবালিকাকে বেহুঁশ করে যৌন নির্যাতন করত ওই তান্ত্রিক। এমনকি ঘটনার কথা কাউকে জানালে নাবালিকাকে খুনের হুমকি দিত সে। প্রথমে লোক লজ্জার ভয়ে ওই নাবালিকা মুখ না খুললেও অবশেষে গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার পরিবার। জানা গেছে, সপ্তাহ খানেক আগে তন্ত্রসাধনার নাম করে নাবালিকাকে নির্জন নদীর ধারে নিয়ে যায় তান্ত্রিক প্রফুল্ল। তারপর তাকে ওষুধ খাইয়ে বেহুঁশ করে যৌন নির্যাতন করে বলে অভিযোগ। নাবালিকার জ্ঞান ফিরতেই দেখে তার শরীরে কোনও পোশাক নেই। বিষয়টি নিয়ে ওই নাবালিকা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। ফের কয়েকদিন আগে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার চেষ্টা করে ওই তান্ত্রিক। তখনই নাবালিকা ঘটনার প্রতিবাদ করে ও প্রতিবেশীদের ঘটনার কথা জানায়। এরপরই অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে সরব হন গ্রামের মানুষজন। স্থানীয় বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিবার ও এলাকার লোকজনকে নিয়ে এসে গোঘাট থানায় আসেন। এরপর অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, এলাকার মহিলাদের মাঝেমধ্যেই উত্ত্যক্ত করত ও কুপ্রস্তাব দিত প্রফুল্ল। বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঘুনাথ সাঁতরা বলেন, 'অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। কঠোর শাস্তি যোগ্য ঘটনা। আমরা দলের পক্ষ থেকেও পুলিশকে বলেছি অবিলম্বে ওই তান্ত্রিককে গ্রেপ্তার করতে।'

প্রশাসনের হস্তক্ষেপে স্কুলের মিড-ডে মিলে বন্ধ হল ধর্মীয় ভেদাভেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: অবশেষে প্রশাসনিক স্তরের মিটিংয়ের পর কাটল জট। বন্ধ হল ধর্মীয় ভেদাভেদ। শুরু হল পূর্ব বর্ধমানের নসরতপুর পঞ্চায়েতের কিশোরীগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একসঙ্গে এক জায়গায় মিড-ডে মিলের রান্নার কাজ। কিশোরীগঞ্জ মনমোহনপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু বছর ধরে ধর্মের ভিত্তিতে মিড ডে মিলে ভাগাভাগি তৈরি হয়েছিল। বিষয়টি অদ্ভুত শুনতে লাগলেও এমনই প্রথা ছিল। হিন্দু ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রান্না করতেন হিন্দু ধর্মের রাঁধুনি। অন্যদিকে মুসলিম ধর্মের পড়ুয়াদের জন্য রান্না করতেন মুসলিম ধর্মের রাঁধুনি। মঙ্গলবার সেই খবর সম্প্রচারের পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বুধবার তড়িঘড়ি পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে অভিভাবকদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বৈঠক। পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন এদিনের বৈঠকে। বৈঠক শেষে জানিয়ে দেওয়া হয় এই প্রথা কোনোভাবেই চলতে পারে না। কিছু অভিভাবক এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলেও, কিছু জনের মধ্যে এখনও মতভেদ রয়েছে। তবে আগামী দিন সমস্তটাই মিটে যাবে বলে মত প্রধান শিক্ষকের। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে যখন এ রাজ্যে নানান ধরনের কর্মসূচি পালন করা হয় সেখানে সরকারি স্কুলে মিড ডে মিলে হিন্দু মুসলিম ভাগাভাগি কিভাবে বছরের পর বছর তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নদীতে তলিয়ে মৃত তিন ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দারকেশ্বর নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হল তিন ছাত্রের। মৃত তিন ছাত্রই বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। নাম অর্কদীপ দাস, সায়ন চ্যাটার্জি, পরমেশ্বর মিশ্র। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ওই তিন জন মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় টিফিন পিরিয়ডে কাউকে না জানিয়েই সুভাষপল্লী গ্রামের ষাঁড়েশ্বর ঘাট সংলগ্ন দারকেশ্বর নদীতে চলে আসে। ওই তিন কিশোর স্নান করতে নামলেই ঘটে বিপত্তি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দারকেশ্বর নদীর জলে চলিয়ে যায় তারা। মঙ্গলবার প্রায় সাত থেকে আট ঘণ্টা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিখোঁজদের খোঁজ চালিয়েও পাওয়া যায়নি। বুধবার ভোর পাঁচটা থেকে পুনরায় খোঁজ শুরু করে বিষ্ণুপুর বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তলব করা হয় আসানসোল সেভেন ব্যাটেলিয়ানের সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদেরও। বিপর্যয় মোকাবিলার দুই বাহিনীর কর্মীদের এবং বিষ্ণুপুর থানার পুলিশের তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুই থেকে পাঁচ কিলোমিটার এর মধ্যে ওই তিন কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

কাঁকসায় রাজনৈতিক সংঘর্ষে ধৃত তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষের ঘটনায় কাঁকসার আকন্দরা গ্রাম থেকে এক তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ।ধৃতের নাম রবিন মিদ্যা।ধৃত তৃণমূল কর্মীকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ।বিজেপির অভিযোগ ওই তৃণমূল কর্মী বিজেপির কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছে। মঙ্গলবার এই ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। এর পরেই বিজেপি কর্মীরা ও বিজেপির পক্ষ থেকে কাঁকসার মলানদিঘি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানালে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মার অভিযোগ, 'একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপির কর্মীদের উপর হামলা চালাচ্ছে। রাজ্যে আইনের শাসন নয় শাসকের আইন চলছে। অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা।' যদিও কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, 'সবাই একই এলাকার বাসিন্দা। বিজেপির কাজ হল গায়ে পরে ঝগড়া করা। এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি করা। সেই রকমই ওই তৃণমূল কর্মীকে নানাভাবে কটূক্তি করত। ফল স্বরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হলে সে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটে।'

আধুনিক কৃষিপদ্ধতিতে উৎসাহদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আদিবাসী কৃষিজীবি মানুষকে উচ্চ ফলনশীল ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল নয়া দিল্লীর আই.সি.এ.আর নামে একটি সংস্থা। ওই সংস্থার উদ্যোগে ছাতনার দলপুর জ্ঞানানন্দ সরস্বতী আশ্রমে এলাকার তপশীলি জাতিভুক্ত কৃষকদের নিয়ে কৃষক মেলা ও প্রদর্শণী অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো জন আদিবাসী কৃষককে উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ দেওয়া হয়। আয়োজক সংস্থার পক্ষে ডা. গৌরাঙ্গ কর বলেন, 'কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে তপশিলী জাতি, উপজাতির মানুষের হাতে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল বীজ পৌঁছে দেওয়া দরকার। আমরা সেই কাজটাই করছি।' ছাতনার বিডিও সৌরভ ধল্ল বলেন, 'আমাদের ব্লক এলাকায় কৃষির উন্নতিতে কাজ করে চলেছে দলপুর জ্ঞানানন্দ সরস্বতী আশ্রম। তাদের এই উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসনীয়।'

নিম্নমানের রাস্তা তৈরির প্রতিবাদে সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নিম্নমানের রাস্তা তৈরির প্রতিবাদ করায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে ঠিকাদারি সংস্থার কর্মীদের সংঘর্ষ বাঁধে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ভুতনি থানার শংকরটোলা এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রায় আড়াই কোটি টাকায় শংকরটোলা গ্রামের আড়াই কিলোমিটার কংক্রিটের ঢালাই রাঙ্গ স্তার কাজ শুরু হয়। কিন্তু যে ঠিকাদারি সংস্থা এই কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অনিয়মের অভিযোগ তুলে সোচ্চার হন এলাকার যুবক ধর্মরাজ মণ্ডল। তাঁকে সমর্থন জানায় সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ গ্রামবাসীরা। স্থানীয়রা আরও জানান, রাস্তার কাজের কোনও সিডিউল ঝোলানো হয়নি। এছাড়াও নিম্নমানের বালি, সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছিল। রাস্তার ঢাল সমান্তরাল রাখা হচ্ছিল না। এভাবে রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে আবারও জল জমবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা ভেঙে পড়বে। এনিয়েই ওই ঠিকাদারি সংস্থার কাছে জবাবদিহি করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওই ঠিকাদার সংস্থার এক ম্যানেজার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়েই গ্রামবাসীদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কোদাল, লাঠি দিয়েই গ্রামের বেশ কয়েকজনকে মারধর করা হয়। তাতে আহত হন ধর্মরাজ মণ্ডল-সহ অনেকে। পরে আশেপাশে এলাকা থেকে বহু মানুষ ঘটনাস্থলে আসলে ওই ঠিকাদার সংস্থার শ্রমিকেরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর ওই রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন শংকরটোলা গ্রামের বাসিন্দারা। যদিও এব্যাপারে মানিকচকের বিডিও অনুপ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানা নেই। কোনও অভিযোগ পেলে অবশ্যই তদন্ত করে দেখা হবে।

অম্বুবাচী সমাপ্তির দিন 'আম উৎসবে' মাতল স্কুল

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অম্বুবাচী একটি অন্যতম পার্বণ বা উৎসব। কথিত আছে ধরিত্রী মাতা এই সময় রজঃশীলা থাকেন। আজ অম্বুবাচীর সমাপ্তির দিন। গ্রাম বাংলাতে অম্বুবাচীকে সাধারণ ভাষায় 'অম্বাবতী'ও বলা হয়। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এই অম্বুবাচীর সময়ে সকলকে আম খেতে হয়। গ্রামের স্কুলের অধিকাংশ পড়ুয়ারাই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সকলের পক্ষে এই সময় আম কিনে খাওয়া সম্ভব হয় না। তাই ছাত্র ছাত্রীদের কথা অনুধাবন করে অম্বুবাচীকে উপলক্ষ্য করে মদনপুর জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুধবার 'আম উৎসব' পালিত হল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক

আনন্দময় ঘোষ জানান, 'আমার স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের সন্তানের মতো। তাই এদের আম খাওয়ানোর জন্য আমাদের শিক্ষকদের সহযোগিতায় ব্যক্তিগত খরচে আম উৎসব পালন করা হল। বিভিন্ন জাতের আমের পাশাপাশি খেজুরও খাওয়ানো হয়। পরের দিন কাঁঠাল খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে।' স্কুলের সহকারী শিক্ষক অতনু ঘোষ, রঞ্জন বিশ্বাস জানান, 'লেখাপড়ার সঙ্গে শরীর সুস্থ রাখতে মরসুমী ফল খাওয়া খুবই প্রয়োজন। তাছাড়া মধ্যাহ্নকালীন আহারে বৈচিত্র্য আনতে এবং অম্বুবাচীকে উপলক্ষ্য করে এই উদ্যোগ।' স্কুলের শিশু সংসদের প্রধান অভ্র জ্যোতি মণ্ডল, আহারের তত্ত্বাবধানে থাকা অঙ্কিত জ্যোতি জানান, 'এই আম উৎসবে বিভিন্ন রকমের আমের স্বাদ পেলাম। ভালো লাগছে।' স্কুলের অভিভাবকরাও এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সোনামুখী উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিশ্বনাথ রায় বলেন, 'এই নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার প্রাপ্ত স্কুলটি সব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এই আম উৎসবও তার অন্যতম।'

শ্যামপুরে জগন্নাথের নতুন মাসির বাড়ি 'ইটভাটা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: গ্রামের নাম শশাটি। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বহে চলেছে রূপনারায়ণ নদ। গ্রামের মানুষের জীবিকা বলতে মাছ ধরা আর কৃষিকাজ। অনেক পরিযায়ী শ্রমিকও আছেন। আবার কেউ কেউ ইটভাটায় কাজও করেন। এতদিন গ্রামে কোনও রথ ছিল না। নদী তীরবর্তী মানুষ রথের দিন মন ভার করে থাকতেন। এবার তা পূরণ হতে চলেছে। ফলে শশাটির পশ্চিম প্রান্তে এখন সাজো সাজো রব। আট থেকে আশি ভাসছে রথের আবেগে। মহিলারা ন'দিনের অনুষ্ঠানের জন্য পালা করে চাঁদা তুলছেন। এবছর প্রথম রথ ঘুরবে গ্রামে। কিন্তু কিভাবে হল রথের পরিকল্পনা? সভাপতি অমলেন্দু সামন্ত, সম্পাদক পিন্টু দাস জানান, বেহালার এক প্রবীণ মহিলা রথটি উপহার হিসাবে গ্রামের মানুষকে দিয়েছেন। শশাটি আদর্শ সংঘের মাঠে চলছে

প্যান্ডেল তৈরির কাজ। সেখানেই থাকবে রথ। রথের রীতি মেনে জগন্নাথদের মাসির বাড়ি কোথায় হবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল এক চমকপ্রদ তথ্য। রূপনারায়ণ নদের তীরে বাবা কৃত্তিবাস ব্রীক ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কস নামের একটি ইটভাটাই হবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাদের মাসির বাড়ি। কদমগাছের তলায় সেখানেও অস্থায়ী মন্দির তৈরি করে ন'দিন রাখা হবে জগন্নাথ'দের। অফ সিজন হলেও ইটভাটায় আসা শ্রমিকরা ও পরিজনরা সঙ্গ দেবে জগন্নাথ, বলরামদের। আর জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা'দের মেসো মশাই কিশোর ঘোষ ও রীতিমতো উচ্ছ্বসিত তাঁদের আপ্যায়নের জন্য। এই বর্ষাতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়,ত ার দিকে সজাগ নজর রাখছেন তিনি। মাসির বাড়ি ইটভাটাতেই খেলে বেড়াবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রারা।

‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নিয়ে বার্তা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৫ জুন: বুধবার ‘সংবিধান হত্যা দিবসে’র বিশ্লেষণ করলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এক্স বার্তায় তিনি লিখেছেন, ‘জরুরি অবস্থা’ ছিল কংগ্রেসের ক্ষমতার লোভের ‘অবিচারের সময়’। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন জারি করা জরুরি অবস্থার সময় দেশবাসী যে যন্ত্রণা ও দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছিল, তা নতুন প্রজন্মকে জানানোর লক্ষ্যে, মোদী সরকার এই দিনটিকে ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ নামে চিহ্নিত করেছে। দিনটি আমাদের বলেছে

যে, যখন সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে, তখন জনগণের হাতেই তা উৎখাতের ক্ষমতা থাকে।

জরুরি অবস্থা জাতীয় প্রয়োজন ছিল না। বরং সেটা কংগ্রেস এবং একজন ব্যক্তির গণতন্ত্রবিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চূর্ণ করা হয়েছিল, বিচার বিভাগের হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছিল এবং সমাজকর্মীদের কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। ‘সিংহাসন ছেড়ে দিন’ স্লোগান তুলে স্বৈরাচারী কংগ্রেসকে দেশবাসী উৎখাত করেছিলেন। এই সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, সেই সব বীরদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সংবিধানকে গলা টিপে হত্যা করেছে কংগ্রেস: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২৫ জুন: ‘কালো দিনগুলো কখনো ভুলো না, সংবিধানকে গলা টিপে হত্যা করেছে কংগ্রেস’, জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এভাবেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে ঠুকে দেশ তথা রাজ্যর জনসাধারণকে ভয়াবহ সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জারি করা জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। সাম্প্রতিককালে কংগ্রেস যখন সংবিধান রক্ষার দাবি করছে, সে সময় সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সংবিধানকে গলা টিপে হত্যা করার অভিযোগ করেছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা লিখেছেন, ‘যারা নিজেরাই সংবিধানকে গলা টিপে হত্যা করেছিল, তারা এখন এর রক্ষক হিসেবে নিজেকে জাহির করছে। ২৫ জুন - ভারতের গণতন্ত্রের সবচেয়ে অন্ধকার অধ্যায়ের স্মারক। জরুরি অবস্থার অন্ধকার দিনগুলিকে কখনও ভুল না।’ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করে নাগরিক স্বাধীনতা হরণ, সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ এবং ব্যাপক হারে বিরোধী নেতাদের কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই কালো দিনগুলিকে স্মরণ করে কেন্দ্র আনুষ্ঠানিক ভাবে ২০২৫ সালের ২৫ জুনকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করছে। এর মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে কালো দিবসের স্মৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে এক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র।

ওই দিনগুলির কথা স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা সেই অন্ধকার এবং বিভীষিকাময় কালে সংবিধান সমুন্নত রাখতে দৃঢ়তার সঙ্গে দণ্ডায়মান সাহসী পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি ‘লজ্জাজনক’ পর্যায়ের অপরিহার্য সমাপ্তি হিসাবে বর্ণনা করে কংগ্রেস সরকারের পতনের জন্য তাঁদের আত্মত্যাগকে কৃতিত্ব দিয়েছেন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সেমিনারে ভাষণ স্মৃতির

বিকানের, ২৫ জুন: আগামী ২৭ জুন বিকানেরে আসছেন স্মৃতি ইরানি। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে সেমিনার অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন। এই কর্মসূচি নিয়ে জেলা সভাপতি সুমন ছাজেদের সভাপতিত্বে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এই কর্মসূচি সফল করার জন্য জেলা কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সুমন ছাজেদ জানান, জরুরি অবস্থার ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ জুন সকাল ১১টায় রবীন্দ্র রঙমঞ্চে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তিনি সকালে বিমানে বিকানেরে পৌঁছবেন এবং একদিনের কর্মসূচি চলাকালীন একটি সাংবাদিক সম্মেলনেও যোগ দেবেন।

জরুরি অবস্থা ভারতীয় গণতন্ত্রের হত্যা: ধামি

দেরাদুন, ২৫ জুন: জরুরি অবস্থা জারির ৫০তম বার্ষিকীতে বুধবার তৎকালীন কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ক্ষমতা বাঁচানোর জন্য কংগ্রেস তাদের একগুঁয়েমিতে সংবিধানকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং হাজার হাজার নিরপরাধ নাগরিক, বিরোধী নেতা এবং কর্মীদেরকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। ‘ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া’র মতো স্লোগানের মাধ্যমে কংগ্রেস গণতন্ত্রকে ব্যক্তিগতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিল, যা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় হুমকি।

দুর্বার গণআন্দোলনই জরুরি অবস্থা রদের মূল কারণ: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জুন: জরুরি অবস্থার দিনগুলিতে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে দুর্বার গণআন্দোলনের ফলেই দেশে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি অবস্থার ৫০ বছর উপলক্ষে বিজেপি যুব মোর্চা আয়োজিত নকল সংসদ বা মক পার্লামেন্টে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। যুব মোর্চার এই ধরনের অনুষ্ঠান যুব সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাবে বলে মনে করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

১৯৭৫ সালের ২৫ জুন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। এই ‘কালো অধ্যায়ের’ ৫০ বছর পূর্তি হল এবছর। এই উপলক্ষে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে বুধবার আগরতলায় সুকান্ত অ্যাকাডেমির প্রেক্ষাগৃহে এক নকল সংসদ বা মক পার্লামেন্টের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। বক্তব্যে তৎকালীন কালো দিনগুলির কথা যুব সমাজের কাছে তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণার ৫০ বছর আগের সেই দিনটির স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন যেদিন দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল ,সেদিন তিনি মধ্যপ্রদেশ থেকে ট্রেনে করে হাওড়ায় ফিরছিলেন। এলাহাবাদ স্টেশনে তাঁকে তিন দিন আটকে থাকতে হয়েছিল। পরে একাধিক ট্রেন চড়ে তিনি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সংবিধান তোয়াক্কা না-করেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে চাপ সৃষ্টি করে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। মিসা আইন প্রয়োগ করে লালকৃষ্ণ আদবানি থেকে শুরু করে জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং জনসংঘের প্রথম সারির নেতাদের জেলে বন্দি করে দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যেও অসহনীয় অবস্থা চলছিল। টাকা না-দিলে ব্যবসায়ীদের ‘মিসা’ প্রয়োগ করে জেলে আটকে দেওয়া হচ্ছিল। একুশ মাস সারা দেশে অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গোটা দেশবাসী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। দেশবাসীর দুর্বার গণআন্দোলনের ফলে একুশ মাস বাদে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মক পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি পূর্বতন শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে বলেন, ক্যাপিটালিজম, নক্সালিজম, কমিউনিজম ইত্যাদি কতগুলো ইজম ইজম করে পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারগুলি জনগণকে মূল ইতিহাস থেকে পৃথক করে রেখেছিল। দেশাত্মবোধক ভাবনা বাদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করাই তখনকার নেতৃবৃন্দের মূল লক্ষ্য ছিল। যুব সম্প্রদায়কে জাতীয়তাবোধ বিমুখ করে রাখা হয়েছিল। কারণ, যুবকদের মধ্যে যদি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে তবে কেউ সন্ত্রাসবাদী হবে না, কেউ নকশাল হবে না। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি আরও বলেন, আজও যুব সমাজকে ভারতবিরোধী মনোভাবে উৎসাহিত করে দেশভাগের গভীর চক্রান্ত চলছে।

এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব। মক পার্লামেন্টে স্পিকারের ভূমিকা পালন করেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য। মক পার্লামেন্টে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক শম্ভু লাল চাকমা সহ অন্যান্যরা।

গদি বাঁচাতে ভারতকে কারাগারে পরিণত করেছিলেন: রেখা গুপ্তা

নয়াদিল্লি ,২৫ জুন: দেশের জরুরি অবস্থার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেছেন, যারা গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রচার চালাচ্ছে , তাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তাদেরই হাতে হয় গণতন্ত্রের হত্যা। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নিজের গদি বাঁচাতে ভারতকে কারাগারে পরিণত করেছিলেন। সেই সময় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছিল। দেশের প্রতিটি মানুষকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়ে গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভের কার্যকলাপকে রুদ্ধ করেছিলেন। লজ্জাজনক ভাবে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকেও সরকার কেড়ে নিয়েছিল।

নোটিসের পর ফরিদাবাদে বুলডোজার অভিযান শুরু

ফরিদাবাদ, ২৫ জুন: হাসপাতাল রোডে ব্রিজ নির্মাণ কাজের জন্য পূর্ত বিভাগ অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলার কাজ শুরু করেছে। এই সেতু নির্মাণের বিষয়ে পূর্ত বিভাগ অবৈধ নির্মাণকারী ১৫ জনকে দু’বার নোটিশ দিয়েছে। এই নোটিশের পর বুধবার একদল কর্মী ভাঙার কাজ শুরু করেছেন।

পঞ্জাবি ধর্মশালা থেকে আকাশ সিনেমা পর্যন্ত মোহনা মার্গের দু’দিকে অনেক দোকানদার দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ। এই দোকানদাররা সম্প্রতি পরিমাপ করার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। পরে বিজেপি নেতা টিপ্পরচাঁদ শর্মা দোকানদার এবং পূর্ত বিভাগের কর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, গুপ্ত হোটেল মার্কেটে কোনও দোকান ভাঙা হবে না। কিন্তু এখন এই দোকানদাররাও ভাঙার ভয়ে ভীত। তাঁরা কী করবেন বুঝতে পারছেন না।

Office of the Prodhan,
Choa Gram Panchayat,
Under Hariharpara Dev. Block.
Vill+P.O –Choa, P.S-Hariharpara, Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender (NIeT) **No:- 03/CGP/2025-26 Dated:-25/06/2025.** The last date of online submission of tender is **02-07-2025 upto 15 hours.**
For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Fatema Bibi
(Prodhan, Choa GP)

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৮৫-২৫- ২৬। কাজের নামঃ** সিনিয়ার ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহ-এর অধীনে বালিগঞ্জ-বজবজ শাখায় সন্তোষপুর ও আখড়ার মাঝে কিমি. ১৬/১৫ থেকে ১৯/৬ পর্যন্ত, বালিগঞ্জ ও সন্তোষপুরের মাঝে কিমি. ৫/৪ থেকে ১৬/৯ পর্যন্ত, অখড়া ও বজবজের মাঝে কিমি. ১৯/৫ থেকে ২৫/২এ পর্যন্ত ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল সহ রেল ফেন্সিং-এর মাধ্যমে বাউন্ডারি ওয়াল এবং নৈহাটী থেকে হালিসহর-এর মাঝে ৩৮/২৮ থেকে ৩৯/৬এ পর্যন্ত (৩৬০ এম), মদনপুর থেকে শিমুরালি-র মাঝে ৫৬/৯ থেকে ৫৬/২৫ পর্যন্ত (৪৮০ এম), চাকদহ থেকে পায়েরাডাঙ্গা-র মাঝে ৬২/২১ থেকে ৬৩/৫ পর্যন্ত (৬০০ এম) অবস্থানসমূহে (মোট ১৪৪০ এম) রেল বেরিয়ার ও বাউন্ডারি ওয়ালের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৫,৯১,৯৮,৬১০.৩৫ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৪,৪৬,০০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৭.২০২৫ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১৪.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট।** (SDAH-95/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

e-Tenders are invited by the **D.P.O., WBCADC Ranaghat-II Project against NIT No.: 02/2025-26 Dated: 24.06.2025** for Establishment of Crops Threshing Floor at WBCADC Ranaghat-II Project premises [Amounting to **Rs. 4,83,564.00**]. For details please contact the **office** or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Officer
WBCADC, Ranaghat-II Project

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-07/2025-26, Sl. 1-5 (3rd Call), NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-05/2025-26, Sl. 1 (3rd Call), NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-01/2025-26, Sl. 4 (6th Call) & WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-10/2025-26, Sl. 1-2 (1st Call), Date-25.06.2025. Bid Submission Start Date : **26.06.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **02.07.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **04.07.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in** **Sd/- Pradhan**
Saratchandra Gram Panchayat

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 1 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Construction of a pump house for big dia tube well including laying of 150mm dia D.I. pipe for drinking water distribution at Bluesky Utpal Dutta Mancha in ward No. 17 under Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT NO. WBMAD/ULB/RSM/WS/145/25-26 Dated 25/06/2025
Estimated Amount: 2,79,377.00/-. Submission started date: 26.06.2025 at 17-30 hrs. Submission End date: **03.07.2025 at 17-30 hrs.** Technical Bid opening date: **05.07.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 1 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Shifting of 100mm dia D.I. water main pipe line at Natunpally Para in ward No. 12 under Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/144/25-26 Dated 25/06/2025
Estimated Amount: 2,50,428.00/-. Submission started date: 26.06.2025 at 17-30 hrs. Submission End date: **03.07.2025 at 17-30 hrs.** Technical Bid opening date: **05.07.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 1 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone no: 2477-9245
(ANNEXURE-I)
SHORT TENDER NOTICE
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Construction of pump house for big diameter tube well at Jagaddal Byam Samity in ward No. 26 under Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/143/25-26 Dated 25/06/2025
Estimated Amount: 1,55,315.00/- Submission started date: **26.06.2025 at 17-30 hrs.** Submission End date: **03.07.2025 at 17-30 hrs.** Technical Bid opening date: **05.07.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders. gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ **[সিনিয়ার ডিইএন/সি/হাওড়া-**এর অধীনে] নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন এরূপ টেন্ডারদাতার থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বরঃ ৯০_২০২৫-২৬, তারিখঃ ২৩.০৬.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (কো-অর্ডিনেশন) /হাওড়ার অধীনে হাওড়া ডিভিসন/অন্য ডিভিসনের যেকোনো সাইটে ইঞ্জিনিয়রের নির্দেশ অনুসারে টেলর-এর ব্যবহারের জন্য আবশ্যক রেল, স্যুইচ, ক্রসিং ইত্যাদি সবরকম পি.ওয়ে সামগ্রী তথা ইআরসি-ও, বোল্টস ও নাটস, বিয়ারিং প্লেট ও অন্য পি.ওয়ে সামগ্রী তথা ট্র্যাক-এর ব্যবহারের জন্য আবশ্যক কনভেয়র বেল্টস্, কাটার, চেইন্স, উয়্যার প্লেটস্, ফিল্টারস্, ভাল্ভস্, সিলিন্ডার্স, ব্যাটারিস্, পাম্পস, মোটোরস্ ইত্যাদি প্রকার ট্র্যাক মেশিন স্পেয়ার পার্টস-এর পরিবহন সমেত যান্ত্রিক লোডিং, আনলোডিং এবং একত্রীকরণ, পৃথকীকরণ ইত্যাদি সমেত ৩০ মিটার দূরত্বের ভিতর মাল্টিপল ট্র্যাকের সমস্ত লিড, লিফট, ক্রসিং। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,০৪,৫৪,৮০৫ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৩,৫২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৯ (নয়) মাস। যদি টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখ কোনো কারণবশতঃ ঘোষিত ছুটির/বন্ধের/ধর্মঘটের দিন হয়, সেক্ষেত্রে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের পরিবর্তন হবে না কারণ আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদনের ক্ষেত্রে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমতি নেই। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে পরবর্তী কাজের দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৭.২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টা। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি ও টিডিসি বাবদ অর্থ প্রদান– ই-টেন্ডারিং-এর ক্ষেত্রে বায়না মূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) বাবদ অর্থপ্রদান শুধুমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ে-র মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-160/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

একদিন ময়দান

পাঁচটি সেঞ্চুরিতেও টেস্ট ম্যাচ হারা প্রথম দল ভারত

লিডস, ২৫ জুন: লিডসের হেডিংলিতে প্রথম টেস্টে পাঁচটি সেঞ্চুরি করার পরও, ভারত টেস্ট ম্যাচ হেরে যাওয়া প্রথম দল। কারণ ইংল্যান্ড ৩৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে পাঁচ টেস্ট ম্যাচের সিরিজের প্রথমটিতে তাদের পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে।

ভারত পরাজিত হলেও, সর্বাধিক ব্যক্তিগত টেস্ট সেঞ্চুরি করেছে। প্রথম টেস্টে, ভারত পাঁচটি সেঞ্চুরি করেছে যশস্বী জয়সওয়াল ১০১ (১৫৯), শুভমন গিল ১৪৭ (২২৭), এবং ঋষভ পন্থ ১৩৪ (১৭৮), তারপরে কেএল রাহুল ১৩৭ (২৪৭) এবং ঋষভ পন্থ ১১৮ (১৪০)। এর আগে মাত্র একবারই কোনও দল চার শতরান করে টেস্ট হেরেছিল। সেটা ছিল ১৯২৮ সালে মেলবোর্নে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া। ৩৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ইংল্যান্ডের ৩৫০ রানের প্রয়োজন ছিল টেস্ট ম্যাচের শেষ নির্ধারিত দিনে, হেডিংলে টেস্টের পঞ্চম দিনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, টেস্ট ম্যাচের শেষ নির্ধারিত দিনে কেবল অস্ট্রেলিয়া (৪০৪) সফল ভাবে এত বেশি রান তাড়া করতে পেরেছে। হেডিংলে টেস্টে ভারতের ৮৩৫ রান হেরে যাওয়া যে কোনও দলের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান।

ইংল্যান্ড এবং ভারত প্রথম টেস্টে ১৬৭৩ রান করেছিল, যা উভয় দলের মধ্যে যে কোনও টেস্ট ম্যাচের সর্বোচ্চ। এর আগে সর্বোচ্চ ছিল ১৯৯০ সালে ম্যানচেস্টারে ১৬১৪ রান, যা ড্র হয়েছিল।

কলকাতা লিগের উদ্বোধনে চোখে পড়ল না প্রাক্তনীদের

নৈহাটি, ২৫ জুন: বুধবার নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে সূচনা হল এই মরশুমের কলকাতা লিগের। এই বছর লিগ ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি প্রয়াত পিকে ব্যানার্জির নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। এদিন নৈহাটিতে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ঢাকে কাঠি পড়ল কলকাতা লিগের। লেজার শো, আতসবাজির ঝলকানি, নৃত্য এবং বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী পৌষালী ব্যানার্জির গান।

বেহালা এসএস বনাম কালীঘাট এমএস ম্যাচ নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে শুরু হল। মাঠে উপস্থিত আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত, সভাপতি অজিত ব্যানার্জি, সহ-সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সহ অন্যান্য কর্তারা। মঞ্চে দীপেন্দু বিশ্বাস, অমিত ভদ্র ছাড়া আর কোনও প্রাক্তন খেলোয়াড়কে চোখে পড়ল না। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বরং দেখা গেল বিধায়ক, সাংসদদের ভিড়। অনুষ্ঠানে হ্যামসেন পতাকা বহন করলেনও বিধায়ক, মন্ত্রীরা। সেই সময় প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাংলা ফুটবলের অনুষ্ঠানে কেন দেখা গেল না প্রাক্তনীদের, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমন এক মাঠে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন, যেখানে আলো জ্বলছে না। গায়িকা পৌষালীর অনুরোধে আলো জ্বলেছে মাঠে। জাঁকজমক অনুষ্ঠান করেও এই বিষয়গুলির জন্য খামতি থেকে গেল।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে শেষ ষোলোয় চেলসি

ফ্লোরিডা, ২৫ জুন: বুধবার ফিলাডেলফিয়া তিউনিসিয়ার ক্লাব এস্পেরেন্সের মুখোমুখি হয়েছিল ইংলিশ ক্লাব চেলসি। দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্লামেঙ্গোর কাছে হেরে যাওয়ায় কিছুটা চাপে ছিল এঞ্জো মারেস্কার দল চেলসি। বুধবার সকালের এই ম্যাচটিতে এস্পেরেন্সকে কোনও প্রকার পাত্তাই দিল না চেলসি।এস্পেরেন্সের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে চেলসি। একটি করে গোল করেছেন তোসিন আদারাবিওয়ো, লিয়াম ডেলাপ এবং টাইরিক জর্জ। ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েছে চেলসি। ম্যাচে ৭৪ শতাংশ বল ছিল তাদের দখলে। নিয়েছে ১৬টি শট। আর এই জয়ে ‘ডি’ গ্রুপের রানার্স হয়ে শেষ ষোলোর টিকিট নিশ্চিত করল চেলসি। চেলসির পাশাপাশি ফ্লামেঙ্গোও শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে। শেষ ষোলোতে চেলসির প্রতিপক্ষ বেনফিকা। আর ফ্লামেঙ্গোর প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ।

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/137/ 25-26 Dated 24.06.25	Construction of Concrete Road from Natunpally ward office to Khiramohan Sarkar House via Snehashis Chakraborty House at Natunpally in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 6,43,969.00
WBMAD/ULB/RSM/140/ 25-26 Dated 24.06.25	(1) Concrete Road from H/O Swapan Mridha to H/O Sanat Sardar and (2) Concrete Road and Surface Drain from Gouri Vandar To Ram Narayan Vandar via Kalitala at Vivekananda Pally in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,00,018.00

Bid Submission end date: **04.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/136/ 25-26 Dated 24.06.25	Construction of Concrete Road from Dolmath Wooden Bridge to Panchayat Concrete Road and Ghasiara Madhya Para Chandpur Road to H/O Bhabani Houli at Ghasiara Road in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 10,11,089.00
WBMAD/ULB/RSM/139/ 25-26 Dated 24.06.25	Construction of Covered Drain from Ambulance Ghar to Millanpally Shib Mandir at Millanpally Road in Ward No.-13 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 11,69,536.00

Bid Submission end date: **08.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/135/ 25-26 Dated 24.06.25	Upgrade Brick Pavement to Concrete Road From H/O Pintu Ghosh to H/O Gopal Naskar via H/O Subal Mandal at Ananda Pally in Ward No. - 10 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 1,09,861.00
WBMAD/ULB/RSM/138/ 25-26 Dated 24.06.25	Construction of Concrete Road at Purba Daspara and Paschim Daspara in Ward No. - 13 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,25,964.00
WBMAD/ULB/RSM/141/ 25-26 Dated 24.06.25	Construction of Concrete Road from H/O Biswanath Pramanik to H/O Sadhan Pramanik via H/O Subrata Sarkar at Natunpally Kalibari Road in Ward No. - 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,76,577.00
WBMAD/ULB/RSM/142/ 25-26 Dated 24.06.25	Construction of Concrete Road from Sukumar Shiyali House to Jagannath Naiya House at Kabor Dangha Near Shanti Unnayan Committee in Ward No.-15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 3,55,815.00

Bid Submission end date: **04.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 26.06.2025 PAGE 8 SAJAO JOTONE_Layout 1 6/25/2025 9:25 PM Page 1

একদিন সাজাও যতনে

ভিটামিন সি থেকে রেটিনল, রকমারি ফেস সিরামের হাজার গুণ! রূপচর্চার দুনিয়ায় ট্রেন্ডিং এই সব সিরাম কি সকলের জন্য ভালো?

আজকের দিনে ত্বকের যত্নে ফেস সিরাম সকলের কাছেই পরিচিত। জেল, তেল এবং জল-ভিত্তিক ফর্মুলার মতো বিভিন্ন আকারের সিরামগুলো হালকা দ্রুত ত্বকে শোষণ হয়ে যায়। বর্তমানে ভিটামিন সি, রেটিনল, হায়ালুরোনিক অ্যাসিড এবং নিয়াসিনামাইড সিরাম সমাজ মাধ্যমে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ফেস সিরামের কাজ কী

ফেস সিরাম ত্বককে গভীরভাবে হাইড্রেট এবং পুষ্টি জোগায়। ভিটামিন সি এবং নিয়াসিনামাইড সিরাম ত্বকের রং উজ্জ্বল করতে এবং দাগছোপ কমাতে সাহায্য করে। ত্বককে মসৃণ, নরম এবং দৃঢ় করে তোলে ফেস সিরাম। ত্বকের ধরণ এবং নির্দিষ্ট চাহিদা বুঝে সিরাম বাছাই করা উচিত।

কোন ত্বকের জন্য কী ধরনের সিরাম

■ শুষ্ক ত্বকের জন্য হাইড্রেটিং সিরাম উপযুক্ত। শুষ্ক ত্বকে হাইলুরোনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন ই-যুক্ত সিরাম হাইড্রেশন বাড়াতে সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

■ কালো দাগ কমাতে এবং ত্বক উজ্জ্বল করতে ভিটামিন সি সিরাম এবং ত্বকে দাগ এবং সূক্ষ্ম রেখা প্রতিরোধে অ্যান্টি-এজিং সিরাম ব্যবহার করা উচিত। সেক্ষেত্রে ত্বক সংবেদনশীল হলে কম সুগন্ধি এবং হালকা উপাদানযুক্ত সিরাম বেছে নিন।

■ তৈলাক্ত বা ব্রণ-প্রবণ ত্বকের জন্য ব্রণ নিয়ন্ত্রণ সিরাম ব্যবহার করতে পারেন। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত তৈলাক্ত নয় এমন সিরাম অতিরিক্ত তেল এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

সিরাম ও ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে পার্থক্য

ত্বকের যত্নে সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার দুইই অপরিহার্য, তবে তাদের ভূমিকা ভিন্ন। ময়েশ্চারাইজার মূলত ত্বকের উপরের স্তরে কাজ করে আর্দ্রতা ধরে রাখার জন্য। অন্যদিকে, সিরামের ঘনত্ব পাতলা এবং ত্বকের কোষের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে ত্বকের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলিকে নিঁখুতভাবে সমাধান করতে পারে।

সিরাম ব্যবহারের নিয়ম

■ হালকা ফেসওয়াশ বা ক্লিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন।

■ যদি টোনার ব্যবহার করেন, তাহলে পরবর্তীতে সেটি ব্যবহার করুন।

■ আঙুলের ডগায় ২ থেকে ৩ ফোঁটা সিরাম নিয়ে আলতো করে মুখে লাগান এবং এটি শুষে নিতে দিন।

■ এরপর ময়েশ্চারাইজার লাগান।

■ দিনের বেলায়, ত্বকের সুরক্ষার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন।

■ রাতে, সিরাম এবং ময়েশ্চারাইজার বা নাইট ক্রিম লাগাতে পারেন।

কমবে বাজার খরচ, স্বাদ বাড়বে দ্বিগুণ! কেনার ভাবনা ছেড়ে ব্যালকনি-ছাদে সহজেই লাগান এই সবজির গাছগুলো

বাজারে দিন দিন সবজির দাম বেড়েই চলেছে। সঙ্গে নানা ধরনের রাসায়নিকের ব্যবহার তো রয়েইছে! তাই পকেট ও স্বাস্থ্য বাঁচাতে বাড়ির ব্যালকনি কিংবা ছাদেই লাগাতে পারেন বিভিন্ন সবজির গাছ। তাছাড়া বাড়িতে একটুকরো সবুজ থাকলেই নিমেষে ভাল হয়ে যায় মন। বাড়তি প্রাপ্তি দূষণ থেকে মুক্তি, পর্যাপ্ত অক্সিজেন এসব কিছু তো রয়েছেই। বিশেষ করে কিছু সবজি আছে যা বাড়িতে বেশ দুর্দান্ত হয়। যা বাজারের সবজির চেয়ে স্বাদেও অন্যরকম হবে।

ধনেপাতাঃ আমিষ হোক বা নিরামষ, রান্নায় ধনেপাতা যোগ করলে স্বাদই বদলে যায়। বাজার থেকে না কিনে বাড়িতেই সহজে ধনেপাতা চাষ করতে পারেন। যার জন্য টবেরও প্রয়োজন নেই, পুরনো কোনও গামলা বা বড় বাটিতে মাটি দিয়ে ধনেপাতার বীজ ছড়িয়ে দিন। সামান্য যত্নে ৭-১০ দিনের মধ্যে গাছ বেরিয়ে যাবে।

মেথি

মেথি ভারতীয় রান্নার অন্যতম একটি উপকরণ। যা তরকারি, পরোটা এবং মসুর ডাল সহ বিভিন্ন নিরামিষ সবজিতে ব্যবহৃত হয়। মেথি বীজ থেকে দ্রুত জন্মায়। ভাল সূর্যালোক এবং মাঝারি জল হলেই মেথির জন্য যথেষ্ট।

ক্যাপসিকাম

যে কোনও রান্নার স্বাদ বাড়িয়ে দিতে পারে ক্যাপসিকাম। সবুজ, লাল, হলুদ যে কোনও ক্যাপসিকাম গাছ ব্যালকনিতে দিব্যি বড় করতে পারেন। সঠিকভাবে মাটি, সার দিলে ফলন হবে ভাল।

পুদিনা

সতেজ এবং সুগন্ধযুক্ত চাটনি, পানীয় এমনকী সুস্বাদু খাবারের জন্য আদর্শ পুদিনা। এই গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কোনও বাধা না পেলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোনও পাত্রে পুদিনা গাছ চাষ করলে খুব বেশি ছড়িয়ে যাবে না।

পালংশাক

বাড়িতে পালংশাকও সহজে চাষ করা যায়। গামলায় মাটি ফেলে ধনেপাতার মতো এই শাক দিব্যিও ফলন হতে পারে। খুব বেশি রোদ লাগে না। মাত্র এক মাসের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়ে যায়।

টমেটো

টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। খুব সহজে ছাদে বা ব্যালকনিতে ফলিয়ে নিতে পারেন টমেটো। টমেটোর বিভিন্ন প্রজাতি হয়। সেই অনুযায়ী স্বাদ এবং তার পরিচর্যাতেও পার্থক্য হয়। টমেটো উৎপাদনে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য রশ্মির প্রয়োজন হয়।

স্যাঁতসেঁতে মরশুমে বেহাল দশা ত্বক-চুলের? এই টোটকাতেই হবে মুশকিল আসান

লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনে কাটে অভিনেত্রীদের সারাদিন। তাই রোজ ত্বক ও চুলের বেশি যত্নের প্রয়োজন। বর্ষায় দরকার আরও বিশেষ যত্ন। এই সময় ত্বক-চুলের যত্নে কী করেন অভিনেত্রী অভিনেত্রীরা।

চুলের যত্নে

এক অভিনেত্রীর কথায়, চুলের জন্য আমি বরাবরই ফ্ল্যাক্সসিডের উপর ভরসা রাখি। তিন কাপ জলে প্রায় চার চামচ ফ্ল্যাক্সসিড ভিজিয়ে রাখি। এবার এই মিশ্রণটি মাঝারি আঁচে গরম করে নিই। জল ফুটতে শুরু করলে মিশ্রণটি যখন ঘন হয়ে যায় তখন নামিয়ে নিই। একটা পরিস্কার কাপড়ে জলটা ছেঁকে নিই। ফ্ল্যাক্সসিডের এই জেলটা সারারাত স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখা যায়। পরদিন সকালে সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেললেই হবে। এতে খুশকির সমস্যা দূর হয়ে যাবে। পাশাপাশি চুল পড়ার সমস্যাও দূর হয়ে যাবে। রাতে যখন ফ্ল্যাক্সসিডের জেল চুলে লাগাই, তাতে পছন্দমতো হেয়ার অয়েলও মিশিয়ে নিই মাঝেমধ্যে।

ত্বকের যত্নে

অভিনেত্রীর কথায়, ত্বকের যত্নে এই সময় গ্লাইকোলিক অ্যাসিড ব্যবহার করি। টোনারের মতো করে দিনে দু'বার অন্তত ব্যবহার করি। এতে ত্বক হাইড্রেটেড থাকে। এছাড়াও যতটা সম্ভব কম মেকআপ ব্যবহার করার চেষ্টা করি। কারণ, বর্ষায় অনেক সময় মেকআপ ত্বকে বসতে চায় না। তাই প্রয়োজন না হলে রিস্ক নিই না।

মাটকা পেন্টিং

আপনি যদি আঁকতে ভালোবাসেন তাহলে মটকা পেন্টিং রোজগারের ভালো উপায় হয়ে উঠতে পারে। ভাঁড় বা মাটির ফুলদানি, হাঁ ড়ি, এমনকী পেন স্ট্যান্ডে একেবারে নতুন রূপ দিতে পারেন নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে। ঘর সাজানোর কাজেও এই মটকা দারুণ লাগে। অনেকে ছোট বড় আয়তন ও নানারকম আকারের মটকা দিয়ে ঘর সাজানোর একটা প্যাটার্ন বা থিম তৈরি করে। মটকা পেন্টিং বিষয়ে আলোচনার পর যদি আপনারও এই পেন্টিং করতে মন চায়, তাহলে জেনে নিন কীভাবে তা করবেন।

মটকা পেন্টিংয়ের ধরন

প্রথমেই জেনে নিন মটকা পেন্টিং করতে কী কী লাগবে।

উপকরণ ভাঁড়, হাঁড়ি, ফুলদানি (যার উপর আপনি রং করতে ও আঁকতে চান) ১টা, পোস্টার কালার বা অ্যাক্রেলিক কালার ৩ থেকে ৪ রঙের, সাদা বা কালো পোস্টার বা অ্যাক্রেলিক কালার বেস তৈরি করার জন্য, সরু ও মোটা তুলি ৪-৫টা, আঁকার জন্য উপযুক্ত পেন্সিল ১টা, ফিক্সেটিভ স্প্রে ১ কন্টেনার, ল্যাকার বা ভার্নিশ স্প্রে

১ কন্টেনার। সাজানোর জন্য চুমকি, ছোট বিডস, কাচের আয়না ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী।

পদ্ধতি প্রথমে মটকা বা মাটির হাঁড়ি, ভাঁড়, ফুলদানি যার উপর রং করতে চান সেটাকে পরিষ্কার করে মুছে নিন। তারপর তার উপর মোটা পেন্ট ব্রাশ দিয়ে সাদা বা কালো রং করে নিন। যদি একটু ম্যাট ফিনিশ চান তাহলে পোস্টার কালার করবেন নাহলে অ্যাক্রেলিক রং করুন। এবার সেটাকে শুকোতে দিন। সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে তার উপর

আঁকার জন্য উপযুক্ত পেন্সিল দিয়ে যে কোনও ধরনের নকশার আউটলাইন করে নিন। এবার বিভিন্ন রং দিয়ে নকশার ভিতর রঙিন পেন্টিং তৈরি করুন। তারপর তা শুকিয়ে নিন। এবার ফিক্সেটিভ স্প্রে দিয়ে পুরো মটকার গায়ে স্প্রে করে দিন। তাতে রংটা ধরে রাখতে সাহায্য করবে, উঠে যাবে না। এরপর যদি আপনি চান, তাহলে বিডস, চুমকি ইত্যাদি দিয়ে নকশা করতে পারেন। অল্প করে আঠা লাগিয়ে চুমকি জরি আটকে দিন। এরপর তার উপর দিয়ে ল্যাকার বা ভার্নিশ স্প্রে করে দিন। শুকিয়ে যাওয়ার পর দেখবেন একটা গ্লস আসবে।

রোজগারের উপায়

ঘর সাজানোর কাজে এই ধরনের মটকার এখন খুবই চাহিদা। তবে নকশায় নতুনত্ব আনাই মূল কথা।

■ একটা থিম বেছে সেই অনুযায়ী ডিজাইন করুন।

■ সেট হিসেবে মটকা তৈরি করলে তা ঘর সাজানোর কাজে বেশি উপযুক্ত হবে।

■ একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায় এমন মটকা তৈরি করলে বিক্রির সুযোগ বাড়বে।

■ মটকার কয়েকটা থিম বেছে নিন। যেমন পেন স্ট্যান্ড, হোম ডেকর, ফুলদানি ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী তার গায়ে নকশা আঁকুন।

■ বিক্রি করার জন্য নিজের সমাজ মাধ্যমকে কাজে লাগান। সুদৃশ্য ছবি দিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করুন।

■ দাম খুব চড়া রাখবেন না। খরচের উপর মোটামুটি ১০ শতাংশ বাড়তি লাভ রাখুন। এছাড়াও দাম নির্ধারণ করার আগে বাজারে মটকার কেমন দাম সে বিষয়ে একটু খোঁজ নিয়ে নিন। সেই অনুযায়ী দাম ঠিক করুন।